রামাদান

আল্লাহ'র সাথে সম্পর্ক করুন

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

www.QuranerAlo.net

রামাদান
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করুন
RAMADAN
An Opprtunity To Connect With Your Lord

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy
সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে
সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

মূল
ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী
প্রভাষক, কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর
মাওলানা মুহাম্মাদ দিলাওয়ার হোসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

www.QuranerAlo.net

রামাদান
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করুন

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ দিলাওয়ার হোসাই

স্বত্ব : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনা
৫৪ [চুয়ান্ন]

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৮

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

www.QuranerAlo.net

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

www.QuranerAlo.net

সূচি

আমাদের কথা ৫
রামাদান : আল্লাহ ﷻ-র বিশেষ অনুগ্রহ ও পুরস্কার ৮
তাকওয়া-খোদাভীতি অর্জন ১২
টিভি মহামারী ১৯
যবান হেফাজত করা ২৭
কুরআনের মাস ৩৭
কুরআন তিলাওয়াতের কিছু আদব ৪৩
উদারতা ও বদান্যতা ৪৬
খাদ্যদান ৪৭
ই'তিকাফের ফযীলত ৪৮
তাওবার সুবর্ণ সুযোগ ৫৫
সওমের কিছু বিধি-বিধান ৬৩

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

প্রথম মাসআলা ৬৩
দ্বিতীয় মাসআলা ৬৫
তৃতীয় মাসআলা ৬৬
চতুর্থ মাসআলা ৬৭
পঞ্চম মাসআলা ৬৮
ঋতুবতী ও প্রসূতি হওয়া ৭১
রামাদানের সতর্কবার্তা ৭২
বিষয়গুলো সংশোধন করা জরুরি ৭৫

www.QuranerAlo.net

আমাদের গুজারিশ

দুনিয়াতে আল্লাহ ﷻ সবকিছুর একটা করে মৌসুম দিয়েছেন। মৌসুমে সেই জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও তিনি মুসলমানকে একটি মৌসুম দিয়েছেন। তা হল রামাদান মাস। এই মাসে এবাদত-বন্দেগীর বড় কদর রয়েছে। নফলের মূল্যও হয়ে যায় ফরযের সমান। ফরযের মূল্য বৃদ্ধি পায় সত্তর গুণ। এই মাসেই আছে লাইলাতুল কদর, যার মূল্য হাজার মাসের চেয়েও বেশি। এই মাসেই নাযিল করা হয়েছে কুরআনে কারীম। এই একটি মাসের নামই কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু আজ মুসলিম সমাজ গাফলতে নিমজ্জিত। রামাদানকে অনেকে গুনাহের মৌসুম বানিয়ে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে গুনাহের প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এখন যোগ হয়েছে অনেক নতুন গুনাহ।

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী আধুনিক জ্ঞানের অধিকারী এক জবরদস্ত আলেম। সৌদিআরবের কিং সউদ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। অনেক আধুনিক সমস্যার সমাধান তাঁর কাছে পাওয়া যায়। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটিতে রামাদানের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে খুব চমৎকার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। এগুলো গাফলত দূর করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ড. আরিফী'র যেকোন গ্রন্থ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পুস্তিকাটিও ব্যতিক্রম নয়। আমরা আশা করছি, আমাদের অনূদিত আরিফী সাহেবের অন্যান্য গ্রন্থের মত এই পুস্তিকাটিও সমাদৃত হবে ইনশা আল্লাহ।

সৌদিআরবের বেশিরভাগ মানুষ আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকে খুব ভালোবাসেন। তাঁর ফতোয়াসমূহকে শীর্ষে রাখতে পছন্দ করেন। আর ইবনে তাইমিয়া ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল رحمه الله-র অনুসারী। এজন্য আরিফীসহ সৌদী আরবের বেশিরভাগ আলেমের ফতোয়া হাম্বলী মাযহাবের সাথে বেশি সঙ্গাতিপূর্ণ। তবে তাঁদের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ করা যায়। তাঁরা মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সমস্ত

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

ইমামের অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বর্ণনা করেন। তবে প্রশাখাগত মাসায়েল হাম্বলী মাযহাবের বুনিয়াদের উপর বয়ান করেন। এজন্য এই পুস্তিকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিছু মাসআলা আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে খটকা হলে আলেমদের সাথে যোগাযোগ করাটা হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেও আমরা সমাধান বের করে দিতে চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ।

এখন কেউ বলতে পারেন, এমন মাসআলার কিতাবাদি না প্রকাশ করলেই তো ভালো হয়। আমরা বলব, না; তা মোটেও নয়। ইমামদের বিশদ ব্যাখ্যা মুসলমানদের অবগত হওয়া খুব জরুরী। ইসলামের উদারতাকে সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা কোন প্রকারেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

হুদহুদ প্রকাশনের পরিচালক মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন পরিশ্রম করে পুস্তিকাটি অনুবাদ করেছেন এবং আমাদের অত্যন্ত আস্থাভাজন আলেম মাওলানা মামুনুর রশীদ আদ্যপান্ত সম্পাদনা করে দিয়েছেন। দু'জনকেই আমরা মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমরা চাই পাঠকের সাথে সম্পর্ক নিবিড় করতে। এজন্য আমাদের প্রকাশিত বইপুস্তক পড়ে যদি কোন পাঠক অনুভূতি ব্যক্ত করেন, তা হলে আমরা আনন্দবোধ করি। সেই অনুভূতি যদি তিক্তও হয়, তা হলেও আমাদের কোন আপত্তি নেই; বরং তিক্ত অনুভূতি জানাই আমাদের বেশি প্রয়োজন।

এই বইটি পড়েও আপনার মতামত নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে পারেন। আপনার আন্তরিক পরামর্শ আমাদের প্রেরণার উৎস। আমরা আপনার মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

আল্লাহ ﷻ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম আনসারী
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
১৬ শা'বান, ১৪৩৯ হি. (০২/০৫/১৮ ইং)

www.QuranerAlo.net

রামাদান : আল্লাহ ﷻ-র বিশেষ অনুগ্রহ ও পুরস্কার

যে সকল মুসলিম ভাই-বোন রামাদানের সিয়াম রাখেন, সিয়াম পালন করেন, তাদের উদ্দেশে বলছি। প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আলহামদুলিল্লাহ! এ সময়ে আমরা ইবাদাতের বসন্ত-মাস, মাহাত্ম্যের মাস, রামাদানে উপনীত। তাই আজকের এ দিনটি নিঃসন্দেহে গতকালের মতো সাধারণ কোনো দিন নয়।

আহা! পবিত্র মাহে রামাদানের বরকতময় দিনগুলো কত যে দ্রুত ফুরিয়ে যায়! যেন কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। রামাদান শেষে দীর্ঘ একটি মাসকে মনে হয় যেন কয়েকটি দিনমাত্র। অতঃপর আবার আমরা আরেকটি মাহে রামাদানের অপেক্ষায় থাকি।

গত রামাদানে আমাদের কত পরিচিত মুখ, কত বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের সাথে ছিলেন। কিন্তু আজ তারা আমাদের মাঝে নেই। অন্ধকার কবরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। হতে পারে এই রামাদান আমাদেরও কারও কারও জীবনের শেষ রামাদান হয়ে যাবে। আল্লাহর শোকর! আমরা সত্যিই আরেকটি মাহে রামাদানে উপনীত হয়েছি।

রামাদান মুমিনের জন্য মহান আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ ও নেয়ামত। মুমিনের জন্য আনন্দময় সংবাদ ও রহমত। তাই আমাদের কর্তব্য- এই মহৎ মাসের যথাযথ সদ্ব্যবহার করা; বিপুল পুণ্যার্জনে সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং মহান আল্লাহ ﷻ-র দরবারে অনবরত করাঘাত করে যাওয়া।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ

রামাদান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। [সূরা বাকারা : ১৮৫]

সুনানে নাসাঈ ও বাইহাকীতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

রামাদান মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত। বরকতময় মাস। এ মাসে আল্লাহ তোমাদের উপর সওমকে ফরয করেছেন। জান্নাতের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। জাহান্নামের সকল দরজা তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মজবুত শিকলে শয়তানদের বেঁধে রাখা হয়েছে। এ মাসে এমন এক মহান রাত রয়েছে, যা সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এ মাসের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে, সে যেন সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত থাকল। [হাদীস নং ৮৯৯১]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

রামাদান মাসের সূচনালগ্নেই জাহান্নামের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয় এবং জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। [হাদীস নং ৩২৭৭]

এ মাস পুণ্যকর্ম সম্পাদনের মাস; পুণ্যার্জনের মাস; পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বেঁচে থাকার মাস; পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হওয়ার মাস; আত্মিক উন্নতি সাধনের মাস।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Int

এই মাসে উল্লেখযোগ্য হারে সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিনিময়স্বরূপ উল্লেখযোগ্য প্রতিদান-পুরস্কারেরও ওয়াদা করা হয়েছে। বহু হৃদয়, বহু আত্মা এ মাস পাওয়ার জন্য, এ মাসে উপনীত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে থাকে।

তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ
>
> রামাদানের প্রথম রাতেই শয়তানদের শিকল পরিয়ে দেওয়া হয়। দুষ্ট প্রকৃতির জিন সম্প্রদায়কে আটক করে রাখা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা আর খোলে না। জান্নাতের দরজাসমূহ এমনভাবে খুলে দেওয়া হয়, যা আর বন্ধ হয় না। একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে- 'হে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী! এসো! এখানে এসো! হে অশুভকামী থামো! ক্ষান্ত হও!' কিছুসংখ্যক লোককে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা দেন। আর প্রতিরাতে এভাবেই কার্যক্রম চলতে থাকে। [সুনানে তিরমিযী, ৬৮২]

মাহে রামাদান কল্যাণের মাস, রহমত-বরকতের মাস। বিজয়-মহাবিজয়ের মাস। ইতিহাস সাক্ষী- বদর-বিজয়, হিত্তীন-বিজয় আন্দালুস-বিজয় সহ ইসলামের আরও উল্লেখযোগ্য কিছু বিজয় সংঘটিত হয়েছিল এ রামাদান মাসেই। প্রকৃত ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা আল্লাহ ﷻ-র অনুগ্রহধন্য ও অনুগ্রহের পাত্র হওয়ার জন্য এ রামাদান মাসকে খুব বেশি কাজে লাগাতেন; এ রামাদানকে নিয়ে খুব বেশি ও গভীর চিন্তা-ফিকির করতেন।

মুআল্লা বিন ফজল رحمه الله বলেন–

> আমাদের পূর্বসূরিগণ নিরাপদে রামাদানে উপনীত হওয়ার আশায় ছয় মাস আগে থেকেই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর رَحِمَهُ اللّٰهُ বলেন–

> পূর্বসূরিগণ তাদের প্রার্থনায় এই নিবেদন করতেন- হে আল্লাহ! রামাদান অবধি আমাদের সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। রামাদানের জন্যও নিরাপদ রাখুন। আমাদের এ মাস কবুল করে নিন।

প্রকৃতপক্ষে তারা রাতদিন দান-অনুদান, নফল সালাত-সওম ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে বেশ পূর্ব থেকেই রামাদানের প্রস্তুতি নিতেন। দাঁড়িয়ে বসে সেজদায় লুটিয়ে বিনয়াবনত অবস্থায় আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে স্রষ্টার নিকট অনবরত নিবেদন করতেন। তারাই সেই সমস্ত লোক, যাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

> فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾
>
> اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾
>
> কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ। তবে যে ব্যক্তি মুমিন, সে কী পাপাচারী ব্যক্তির মতো। তারা সমান নয়।
>
> [সূরা সেজদা : ১৭-১৮]

এক বুযুর্গ ব্যক্তির একটি দাসী ছিল। বুযুর্গ দাসীটিকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিলেন। মাহে রামাদান নিকটবর্তী হলে দাসীর নতুন মনিব রামাদানের প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন খাবার তৈরির আয়োজন করতে লাগল। দাসী সবিস্ময়ে মনিবকে প্রশ্ন করল, আপনি এসব কী করছেন?

মনিব উত্তর দিল, রামাদানের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

দাসী বলল, আপনি কি একাই সিয়াম পালন করবেন? আল্লাহর কসম! আমি তো এমন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি, যার পুরো বছরই ছিল রামাদানসদৃশ। আপনার এতসব কিছু আমার নিষ্প্রয়োজন। আমাকে আমার পূর্বের মনিবের কাছে ফিরিয়ে দিন।

দাসী তার পূর্বের মনিবের কাছে ফিরে যায়।

আসলে তাঁরা ছিলেন রামাদানের ফরযিয়ত, আবশ্যকীয়তা ও মাহাত্ম্য গভীরভাবে অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে পরিপূর্ণরূপে সক্ষম। রামাদান

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

শুধু খাদ্য ও পানীয় থেকে বেঁচে থাকার নাম নয়; বরং রামাদান মানব সম্প্রদায়কে এই শিক্ষা দেয় যে, তার একজন স্রষ্টা আছেন। এ হুকুম তাঁরই পক্ষ থেকে। তিনিই সিয়াম সাধন ও ইফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বান্দার জন্য যখন যা পছন্দ ও ভালো মনে করেন, তখন তা-ই নির্দেশ করেন।

অতএব, আমাদেরও উচিত তাঁর যথাযথ ইবাদত করা, তাঁর মাহাত্ম্য অনুধাবন করা এবং সর্বাবস্থায়ই তাকে ভয় করা।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সওম ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী [খোদাভীরু] হতে পার। [সূরা বাকারা : ১৮৩]

তাকওয়া-খোদাভীতি অর্জন

বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি ছোট ছোট ও সাধারণ গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া ও খোদাভীতি। জীবন চলার পথে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথযাত্রীর মতো অতি সাবধানে পদক্ষেপ ফেলতে হবে। ছোট গুনাহকে ছোট ও সাধারণ মনে করে অবহেলা করা যাবে না। বরং সেগুলো থেকেও সযত্নে দূরে থাকতে হবে। কারণ, ছোট ছোট শিলাখণ্ড মিলেই তো সুবিশাল পর্বতের রূপ ধারণ করে।

তাকওয়া বা খোদাভীতির মোদ্দাকথা হল, অন্তকরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ﷻ-র ভয় জাগরূক রাখা। শরীয়তের বিধিনিষেধ পরিপূর্ণরূপে মেনে চলা। আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির সামনে নিজেকে পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া। পরকালের জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

যিনি নিজের বাস্তব জীবনে প্রকৃত তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জন করতে সক্ষম হন, তার যেন সবকিছুই অর্জন হয়ে গেল। আর এ তাকওয়া ও খোদাভীতি একমাত্র মহান আল্লাহ ﷻ-র একান্ত অনুগ্রহ ও অনুকম্পায়ই অর্জন করা সম্ভব হয়। একজন প্রকৃত খোদাভীরু তার

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Int

জীবনের সমস্ত অঙ্গনে নিজেকে আল্লাহ ﷻ-র মর্জি মাফিক পরিচালিত করেন। সালাতের সময় সালাত কায়েম করেন। শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত আদায় করেন। সওম পালন করেন। আল্লাহ ﷻ-র পথে জিহাদ করেন। হতদরিদ্র ও মুখাপেক্ষীদের দান-খয়রাত করেন। ইসলামের নির্দিস্ট কোনো ক্ষুদ্র অঙ্গনে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেন না। এককথায় পুরো জীবনটাই আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির সামনে সঁপে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-র চাচাতো ভাই, বিশিষ্ট সাহাবী আলী رضي الله عنه-র আপন ভাই, জাফর رضي الله عنه-র বাস্তব নমুনা। তিনি রাসূলের নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর সহধর্মিণীও ইসলাম কবুল করেছিলেন। মক্কায় অবস্থানকালে কাফেরদের চরম নিগ্রহের শিকার হন তাঁরা। কুরাইশরা তাঁদের উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। এক পর্যায়ে নিরাপত্তার তাগিদে নবীজী তাঁদের সপরিবারে হাবশা [বর্তমান ইথিওপিয়া]তে হিজরত করার নির্দেশ দেন।

জাফর رضي الله عنه ছিলেন একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। তাঁর অনুগামী সাথি-সঙ্গীরাও ছিলেন অমায়িক নীতিবান। তাঁরা এমন এক অজানা দূরদেশে পাড়ি জমালেন, যেখানকার অধিবাসীদের সাথে তাঁদের কোনো পূর্বপরিচিতি ছিল না। তাদের ভাষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কেও কোনো ধারণা ছিল না। তথাপিও তাঁরা একাধারে তিন বছর ইথিওপিয়াতে বসবাস করেছিলেন।

হঠাৎ একদিন তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে, কুরাইশরা রাসূলের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। ফলে তিনি সপরিবারে মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এসেই বুঝতে পারলেন সংবাদ ভুল ছিল। মক্কার বাস্তবতা সংবাদের সম্পূর্ণ উল্টো। কুরাইশরা এখনও তাদের পুরোনো আকীদা-বিশ্বাসে অটল-অনড়। তাদের দাপটে মক্কার পরিবেশ থমথমে। এহেন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও তাঁদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

এবার হাবাশায় গিয়ে তাঁরা একটানা সাত বছর প্রবাস জীবন কাটান। খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাবাশায় অবস্থানরত মুহাজির মুসলিমদের কাছে সংবাদ পাঠান- তারা যেন মদীনায় ফিরে আসেন।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Int

তাঁরা মদীনায় ফিরে এলেন। মদীনায় পৌঁছার পর তাঁদের দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আনন্দে জাফর رضي الله عنه-র চোখে-মুখে চুমো খান; তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গান করেন এবং তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলে ফেললেন–

مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَسَرُّ، بِفَتْحِ خَيْبَرَ، أَوْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ

আমি জানি না, কোন বস্তু আমাকে এত আনন্দিত করছে- খায়বার বিজয় না জাফর এর আগমন! [তাবরানী, হাদীস নং ১৪৫২]

গঠন-আকৃতি ও দেহবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সাথে জাফর رضي الله عنه-র বেশ মিল ছিল। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন–

أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي

চারিত্রিক গুণাবলি ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আমার সাথে তোমার অনেকটা মিল রয়েছে। [তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৫২]

হিজরত থেকে প্রত্যাবর্তন করে জাফর رضي الله عنه মাত্রই মদীনায় বসবাস শুরু করেছেন। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে সংবাদ পৌঁছে- রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য সমবেত হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রোমান সৈন্যদের মোকাবিলার প্রস্তুতিস্বরূপ মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন। যায়েদ ইবনে হারেসা رضي الله عنه-কে তাদের কমান্ডার হিসেবে নির্বাচন করেন। অতঃপর মুসলিম সেনাদের সম্বোধন করে বলেন–

إِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بن أَبِي طَالِبٍ عَلَى النَّاسِ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بن رَوَاحَةَ عَلَى النَّاسِ

রণাঙ্গানে যদি যায়েদ ইবনে হারেসা শাহাদাত বরণ করে, তা হলে পরবর্তী কমান্ডার ও ঝান্ডা ধারণকারী হবে জাফর ইবনে আবু তালেব। জাফর ইবনে আবু তালেব শাহাদত বরণ করলে পরবর্তী কমান্ডার ও ঝান্ডা ধারণকারী হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। সে-ও শাহাদাত বরণ করলে তোমরা নিজেরা পরামর্শ করে তোমাদের একজনকে পরবর্তী কমান্ডার নির্বাচন করে নিয়ো।

[তাবরানী, হাদীস নং ১৯৪]

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

মুসলিম বাহিনী 'মুতা'র ময়দানে পৌঁছে এক লক্ষ রোমান সৈন্যের সাথে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন।

যুদ্ধ শুরু হল। যায়েদ ইবনে হারেসা ﷺ ঝান্ডা ধারণ করলেন। এক পর্যায়ে তিনি শত্রুপক্ষের আঘাতে আঘাতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। তারপর ঝান্ডা ধারণ করেন জাফর ইবনে আবু তালেব ﷺ। তিনি প্রাণের আশা ত্যাগ করে প্রথমেই তলোয়ারের আঘাতে স্বীয় ঘোড়ার পা কেটে দেন। অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে পড়েন–

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا ... طَيِّبَةٌ بَارِدَةٌ شَرَابُهَا

আহ! কী সুন্দর মনোরম জান্নাত-বাগিচা, আর তা এত নিকটে;

وَالرُّومُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا ... عَلَيَّ إِنْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

কী সুমিষ্ট তৃপ্তিদায়ক তার অমীয় সুধা! আর রোমানদের কথা?
তাদের শাস্তি তো অতি নিকটে, তাগুত শক্তি কাফের সম্প্রদায় তো সুদূর পরাহত।
আমার আবশ্যক করণীয় হল, তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়া।

এরপর তিনি ঝান্ডা হাতে বীরবিক্রমে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের ন্যায় অনবরত তাদের উপর তলোয়ার চালাতে থাকেন। শত্রুসৈন্যের আঘাতও তাঁর উপর পড়তে থাকে। নিজের দিকে কোনোরূপ খেয়াল না করে একের পর এক বজ্র আঘাত তিনি করেই যাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে এক রোমান সৈন্য তাঁর ডান হাতে সজোরে আঘাত করে দেহ থেকে তা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তথাপি তিনি ইসলামী ঝান্ডা মাটিতে পড়তে দেননি। বাম হাতে ঝান্ডা উড্ডীন রাখেন। কিছুক্ষণ পর শত্রুসৈন্যরা তাঁর বাম হাতও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারপরও তিনি ইসলামী ঝান্ডা মাটিতে পড়তে দেননি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাহুমূল ও চিবুকের সাহায্যে ইসলামী ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখেন। শেষ পর্যন্ত শত্রুদের উপর্যুপরি আঘাত সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পান করেন চির কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতের অমীয় সুধা।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ বর্ণনা করেন, আমি জাফরের দেহে ৯০ টি আঘাতের চিহ্ন পেয়েছি। তার সব ক'টি আঘাতই ছিল দেহের সম্মুখভাগে। পশ্চাৎভাগে একটি আঘাতও ছিল না।

জাফর ﵁ শাহাদাত বরণ করার পর ঝান্ডা ধারণ করেন আবদুল্লাহ ইবেন রাওয়াহা ﵁। তিনিও কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুদের আঘাতে আঘাতে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﵁-র শাহাদাতের পর ঝান্ডা ধারণ করেন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ﵁। তিনি ঝান্ডা ধারণের কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। এ ছিল 'মুতা' রণাঙ্গানে মুজাহিদদের যুদ্ধাবস্থার বর্ণনা।

অপর দিকে আনাস ﵁ বলেন, মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে মিম্বারে আরোহণ করে বললেন–

আমি কী তোমাদেরকে রণাঙ্গানে মুসলিম সেনাদের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দিব না?

আনাস ﵁ বলেন, আমরা বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ!

অতঃপর তিনি যুদ্ধের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন- এইমাত্র যায়েদ ঝান্ডা ধারণ করল এবং শত্রুপক্ষের আঘাতে আঘাতে শাহাদাত বরণ করল। তোমরা তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

তাঁরা [সাহাবায়ে কেরাম] বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ক্ষমা করে দিন। তাঁর উপর রহম করুন।

তারপর তিনি বললেন, এখন জাফর ঝান্ডা হাতে নিল এবং যুদ্ধ করতে করতে সে-ও শাহাদাত বরণ করল। তোমরা তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

তাঁরা [সাহাবায়ে কেরাম] বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ক্ষমা করে দিন। তাঁর উপর রহম করুন।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM In

এরপর তিনি বললেন, এখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিল এবং আহত হয়ে সে-ও শাহাদাত বরণ করল। তোমরা তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

তাঁরা [সাহাবায়ে কেরাম] বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ক্ষমা করে দিন। তাঁর উপর রহম করুন।

নবীজী ﷺ-র দু'চোখ দিয়ে তখন অশ্রু ঝরছিল। তিনি মিম্বার থেকে নীচে নেমে এলেন এবং জাফর এর বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। জাফর رضي الله عنه-র স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস رضي الله عنها বলেন, আমি আমার সন্তানদের যত্নসহ গোসল করিয়ে গায়ে তেল মেখে পরিপাটি করে রেখেছিলাম এবং জাফর জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে আসবে- এই আশায় রুটির খামির তৈরি করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরের কাছে এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমার অনুমতি পেয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বললেন, জাফরের সন্তানদের আমার কাছে নিয়ে এসো।

তারা রাসূলের আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে এল। নবীজীকে আঁকড়ে ধরল। তাঁর গালে চুমু খেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আদর করলেন। স্নেহে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। নবীজী তখন কাঁদছিলেন। তিনি আবার তাদের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

আসমা رضي الله عنها বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন কেন? জাফরের কোনো সংবাদ কি আপনার কাছে পৌঁছেছে?

নবীজী নীরব। তাঁর মুখে কোনো কথা নেই। আসমা رضي الله عنها আবার প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে কি জাফরের কোনো সংবাদ পৌঁছেছে?

এবার নবীজী উত্তর দিলেন– জাফর শাহাদাত বরণ করেছে।

এমন সংবাদের জন্য আসমা رضي الله عنها তখন প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কিছুটা হতচকিত হয়ে বলে ফেললেন, তা হলে কি জাফরের সন্তানরা এখন এতিম?

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM In

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কি তাদের দরিদ্রতার ভয় করছ? ভয় নেই। আজ থেকে আমিই তাদের অভিভাবক; এখন এবং ভবিষ্যতেও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিয়ে নিজ বাড়ি ফিরে এলেন। পরিবারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য কিছু খাবার তৈরি কর। কেননা, তারা এখন জাফরের মৃত্যুশোকে শোকাহত ও কাতর।

হাঁ, জাফর رضي الله عنه শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এমন এক শান্তিময় বাগানে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করেছেন, যার পরিব্যাপ্তি আসমান-জমিনের প্রশস্ততার চাইতে বেশি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, জাফর দু'টি রক্তিম ডানা মেলে জান্নাতে উড়াউড়ি করছে।

এটাই তাকওয়া ও খোদাভীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিজের সর্বস্ব বিলীন করে দিয়েছেন স্রষ্টার আনুগত্যে। অতএব, একজন সওম পালনকারীর তাকওয়া ও খোদাভীতি তো এমনই হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি সওম রেখেও দৃষ্টিকে হেফাজত করল না, যবানকে সংযত রাখল না, কানকে অবৈধ জিনিস শোনা থেকে হেফাজত করল না, সে কীভাবে তাকওয়া অবলম্বন করল?

আফসোস! বহু মানুষ দিনের বেলায় সওম পালন করে পুণ্যার্জন করে আর রাতের বেলায় নাচ-গানের ছবি-ভিডিও দেখে সব ধুয়ে-মুছে শেষ করে ফেলে। প্রকৃত শয়তানকে তো আল্লাহ ﷻ রামাদানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখেন, কিন্তু নফস শয়তান ও মানব শয়তান এগুলোকে সুশোভিত ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে। মানব শয়তানরাই প্রকৃত শয়তানের মিশন বাস্তবায়নে নিয়োজিত। তারা কেবল সিয়াম পালনকারীর রাতই নষ্ট করে না, তাদের দিনগুলোও বিনষ্ট করে ছাড়ে! আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM In

টিভি মহামারী

সম্প্রতি টিভি চ্যানেলের বিস্তৃতি ও ছড়াছড়ি মহামারীর আকার ধারণ করছে। অন্যরা তো আছেই, অনেক সিয়াম পালনকারীকেও টিভির সামনে জেঁকে বসে থাকতে দেখা যায়। তাদের দিন-রাত গুজরান হয় টিভি-পর্দার সামনে। আমি বুঝতে পারি না, তাদের সিয়াম পালনে কী ফায়দা, কী স্বার্থকতা! তারা উপোস থেকে, খাদ্য পানীয় থেকে বিরত থেকে শুধু শুধুই নিজেদেরকে কষ্ট দেয়। তাদের মনে কখনও এই অনুভূতিটুকু জাগে না যে, ইবাদতের এই স্বর্ণসময়গুলো অযথাই খোয়া যাচ্ছে। নিজেদেরকে তারা হরদমই নিষিদ্ধ পথে, নিষিদ্ধ মতে পরিচালিত করছে; সিয়াম পালনকারীদের পক্ষে যা খুবই দুঃখজনক।

কেউ কি বলতে পারবে, বেগানা নারীর প্রতি কামুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ও গানবাদ্য শোনা নিষিদ্ধ নয়? ম্যাজিক গেম, জাদুবিদ্যা ও অন্যান্য অবৈধ টুর্নামেন্ট নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে?

একবার ভেবে দেখা উচিত, টিভির পর্দায় মানুষের সামনে কী ধরনের প্রোগ্রাম উপস্থাপন করা হয়। যারা এসব প্রোগ্রাম তৈরি করে, পরিচালনা করে এবং যারা এতে অভিনয় করে বিভিন্ন রূপে ও চরিত্রে নিজেদেরকে মানুষের সামনে তুলে ধরে, তারা কি সুশিক্ষিত ধার্মিক শ্রেণির কোন লোক?

এক শ্রেণির মানুষ এতটাই অনুভূতিশূন্য ও অসংবেদনশীল যে, একজন যুবতীর সাথে একজন পুরুষকে আলিঙ্গান করতে দেখাটাও তাদের রুচিতে বাঁধে না। বরং এই ভেবে বিষয়টি খুব সাধারণভাবে গ্রহণ করে যে, পুরুষ লোকটি যুবতীর পিতার চরিত্রে অভিনয় করছে। কখনও ওই যুবতীর সাথে আরেক যুবক একই বিছানায় শয়ন করে। তথাপিও এই ভেবে বিষয়টি হালকাভাবে গ্রহণ করে যে, যুবক তো যুবতীর স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করছে!

অপ্রত্যাশিতভাবে বিষয়টির সরল আলোচনা উপস্থাপন করলাম, যেন বিষয়গুলোর সংশোধন হয়। কোনো নারী বেপর্দা হয়ে টিভির পর্দায়

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আসুক, এটা আমরা কোনোভাবেই সমর্থন করি না। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল, আমরা তাদেরকে টিভির পর্দায় চুমুকে চুমুকে মদপান করতে দেখি, ধূমপান করতে দেখি, চুরি-ডাকাতি ও খুন-খারাপিসহ আজেবাজে সবকিছুরই অভিনয় করতে দেখি, আর আমরা নির্দ্বিধায় সেসবকিছু সমর্থন করে যাই!

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর কসম! আমাদের ঈমানের যে ক্ষুদ্র অংশটি অন্তরের এক কোণে অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও তারা ধ্বংস করে দিচ্ছে! খোদাভীতির যে লেশটুকু ছিল, তাও নিঃশেষ করে দিচ্ছে!

সওম পালনকারী প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আপনারাই বলুন। এমন বরকতময় ও কল্যাণময় মাসের তারা কি যথাযথ মূল্যায়ন করতে পেরেছে? পারছে?

অথচ দেখুন, আমাদের পূর্বসূরি মনীষীদের রামাদান মাস, রামাদানের রাতগুলো আল্লাহ ﷻ-র স্মরণে কীভাবে যাপিত হত! আল্লাহ ﷻ-র মাগফিরাত কামনায়, তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে দাঁড়িয়ে কিংবা তাঁর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে কীভাবে তাদের দিনরাত অতিবাহিত হত! দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্তগুলোতে তাঁরা আল্লাহ ﷻ-র দরবারে এত বেশি আকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি করতেন, যার ফলে তাদের বুক থেকে ফুটন্ত পানির টগবগ আওয়াজের মতো শব্দ বের হত! প্রত্যেকেই এ মাসে এক অনাবিল শান্তির পরশ অনুভব করতেন।

তাদের উপর অনবরত আল্লাহ ﷻ-র রহমতের বারিধারা বর্ষণ, তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে আল্লাহ ﷻ-র গর্ব করা ইত্যাদি সব মিলিয়ে ব্যতিক্রমী একটি আমেজ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ সকল পুণ্যময় কাজ ও আল্লাহমুখী অবস্থার স্থান দখল করে নিয়েছে টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম; নাটক সিনামা; ক্রিকেট ফুটবলসহ অন্যান্য খেলাধুলা ও টুর্নামেন্ট।

আরও দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে- সাধারণ দ্বীনদার মানুষগুলো কিছু কিছু টিভি প্রোগ্রামের ব্যাপারে এই ভেবে প্রতারিত হচ্ছে যে, এগুলো তো ধর্মীয় প্রোগ্রাম! এগুলো দেখতে সমস্যা কী? অথচ মিডিয়া পাড়ার

www.QuranerAlo.net

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেসকল সদস্য এক সময় অসৎ ও দুশ্চরিত্রের অভিনয় করেছে, গার্লফ্রেন্ডকে বুকে জড়িয়ে কামাতুর চুম্বন করেছে, মদপান করেছে, অতঃপর রামাদান এলে সেসকল লোকদেরই দেখা যায়- কেউ আবু বকর কেউ উমরের চরিত্রে অভিনয় করছে। অপর দিকে তার সেই দুশ্চরিত্রা গার্লফ্রেন্ড আয়েশা খাদীজার চরিত্রে অভিনয় করছে! নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

প্রিয় পাঠক! যেহেতু আমরা তাদের সমালোচনা থেকে আমাদের হাত-পা সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে নিয়েছি, তাই তাদেরকে কোনোরূপ দোষারোপ করতে চাই না। আমরা কেবল সেসকল যুক্তিপরায়ণ ধার্মিক লোকদের কথা ভাবছি, যারা ধর্মীয় প্রোগ্রামের দোহাই দিয়ে অশালীন ও শরীয়ত কর্তৃক অ-সমর্থিত বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছে এবং এতে তাদের নূন্যতম ইতস্তত বোধও হচ্ছে না! নিজেদের অজ্ঞান্তেই তাদের ঈমান-আকীদার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে!

এই যদি হয় অবস্থা, তা হলে মানুষের পিছনে লেগে থাকা শয়তানদের কে হাতকড়া পড়াবে? আমাদের থেকেই বা কে শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখবে? আসলে অন্তর-আত্মা স্বচ্ছ ও পবিত্র থাকলে শয়তানের কোনো প্রভাব পড়ে না। ফলে ব্যক্তি শরয়ী বিধি-বিধান ও স্বভাবগত বিষয়াশয়ের কোনো কিছুই অগ্রাহ্য করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে নিজের ঈমান-আকীদার বন্ধন অটুট থাকে।

ওই সকল লোক নিতান্তই হতভাগা, যারা রামাদানের উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই বিভিন্ন অশালীন ও অরুচিকর প্রোগ্রামের প্রস্তুতি নেয়। অতঃপর রামাদান এলে সেগুলোর প্রদর্শন করে। আল্লাহ ﷻ তাদের মুখাবয়ব বিকৃত করে দিন। তারা এ মহান মাসের মর্যাদা কী পরিমাণ ও কত মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করছে! এসব অসচ্চরিত্র লোক জানে না, কত মহান একটি মাসে তারা উপনীত হয়েছে। যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহমত আর বরকতে ভরপুর। তারা যদি দিবানিশি সর্বদাই সালাত-সিয়ামে নিমগ্ন থাকে, তথাপিও এ মহা নেয়ামতের যথাযথ কৃতজ্ঞতার কিয়দাংশও আদায় হবে না।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

মাহে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছতে পারা, সিয়াম সাধন ও সালাত আদায়সহ অন্যান্য ইবাদত আঞ্জাম দিতে পারা মহান আল্লাহ ﷻ-র অপার দয়া অনুগ্রহ ও ইহসান ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারা কী অনুধাবন করতে পারে, তারা সৃষ্টির সেরা জীব? আল্লাহ ﷻ তাঁর সৃষ্টির উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন। তাদের কীই বা করার ছিল, যদি আল্লাহ ﷻ তাদেরকে মুসলমান না বানিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ বা অন্যকোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে দিতেন; যাদের কেউ প্রাণহীন পাথরের মূর্তির পূজা করে, কেউ গরুর অর্চনা-আরাধনা করে, কেউ বা আবার বলে- আল্লাহ তিন জনের একজন কিংবা বলে- উযাইর عليه السلام আল্লাহর পুত্র।

আল্লাহর কসম! যদি কোনো বান্দা আল্লাহ ﷻ-র সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিজেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে এবং নিজের কৃত অপরাধের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তা হলে গোটা পৃথিবীর সবকিছুই তার মোকাবিলায় অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে, ৮ম হিজরীতে হুনাইন যুদ্ধের পর আনসারদের অবস্থার কথা একটু ভাবুন। ৮ম হিজরীর ২০ রামাদান আনসারগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সাথে হুনাইনের যুদ্ধ করেছেন। ইতিপূর্বেও তারা বদর, উহুদ, খন্দকসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সাথে ছিলেন। তাঁদের অনেকে শাহাদাত বরণও করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা। হুনাইন যুদ্ধ চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে আকস্মাৎ আক্রমণে মুজাহিদগণ কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়েন। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে ময়দান প্রায় শূন্য হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ আওয়াজে ডাক দিলেন–

আনসারগণ! তোমরা কোথায়?

তাঁরা সকলে একবাক্যে সাড়া দিলেন, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সামনে সমবেত হয়ে গেলেন। অতঃপর একযোগে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

www.QuranerAlo.net

mpressed with PDF Compressor by DLM In

বীরবিক্রমে আক্রমণ করে তাদেরকে পিছু হটাতে থাকলেন। অবশেষে মুসলমানরা বিজয় ছিনিয়ে আনলেন। কাফেররা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে গেল।

যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সামনে একত্র করা হল। আনসারগণ তাদের হতদরিদ্র নিঃসম্বল পরিবার ও ক্ষুধাপীড়িত সন্তানদের কথা ভেবে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, তারাও হয়তো যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটা অংশ পাবেন।

ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে শুরু করলেন। আবু সুফয়ান ও আকরাহ ইবনে হাবিস رضي الله عنهما-কে একশ'টি করে উট প্রদান করলেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সেসকল লোকের মাঝে বণ্টন করতে লাগলেন, যারা যুদ্ধে আনসারদের সমপরিমাণ ভূমিকা রাখতে পারেননি।

ফলে বিষয়টি নিয়ে আনসারদের মাঝে কানাঘুষা হতে লাগল। অনেকেই বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ ভালোবাসেন আমাদের আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিচ্ছেন কুরাইশদের! অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে এখনো রক্ত ঝরছে! সা'দ ইবনে উবাদা رضي الله عنه বিষয়টি আঁচ করতে পেরে রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসাররা তো এমন এমন কথা বলাবলি করছে! রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা অপ্রস্তুত হলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে তোমার কী মত হে সা'দ!

সা'দ رضي الله عنه বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও তো আনসারদেরই একজন।

রাসূলুল্লাহ বললেন, আনসারদের আমার সামনে উপস্থিত কর। আনসারগণ সকলে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন—

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ

তোমাদের ব্যাপারে আমি এসব কী শুনছি? তোমরা কি সত্যি সত্যিই এমন কথা বলাবলি করেছ?

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

তাঁরা উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা শুনেছেন তা সত্য। তবে আমাদের প্রবীণরা তেমন কিছু বলেননি। নবীনদের কেউ কেউ এমন কথা বলেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

হে আনসারগণ! যাদের অন্তরে এখনও ইসলামের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টি হয়নি, তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃস্ট করতে এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ়-মজবুত করতে আমি এ পার্থিব সম্পদের অংশ তাদের প্রদান করেছি। এই সামান্য সম্পদের জন্য তোমরা আমার প্রতি মনোক্ষুণ্ণ? তোমাদের ঈমান ও ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে বলেই তো এ সম্পদের কোনো অংশ আমি তোমাদের দিইনি! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের সুপথ দান করেছেন! তোমরা কি দারিদ্র্যপীড়িত ও বিচ্ছিন্ন মত ও পথে ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের সম্পদশালী ও একতাবদ্ধ করেছেন।

আনসারগণ একবাক্যে বার বার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন- নিঃসন্দেহে আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগ্রহ সীমাহীন।

রাসূলুল্লাহ নীরব হলেন। আনসারগণও নীরব। রাসূলুল্লাহ আরও কিছু বলবেন- আনসারগণ এ অপেক্ষায়। আর রাসূলুল্লাহ তাঁদের জওয়াবের অপেক্ষায়। কারও মুখে কোনো কথা নেই। রাসূলুল্লাহ আবার বললেন- হে আনসারগণ! তোমরা আমার কথার জবাব তো দিবে?

আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কী জবাব দেব? আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগ্রহ সীমাহীন।

রাসূলুল্লাহ বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা ইচ্ছা করলে আমার কথার জওয়াবে বলতে পারতে- যখন আপনাকে কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি, তখন আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। মানুষ আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনার অসহায়ত্বের সময় আমরা আপনার সার্বিক সহযোগিতা করেছি।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আনসারগণ! শোনে রাখ! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। যদি লোকজন কোনো উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে, তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। হে আনসাগণ! তোমরা আমার দেহসংযুক্ত জামা আর অন্যান্য লোক হল আমার উপরের জামা। হে আল্লাহ! আনসারদের প্রতি রহম করুন, তাদের সন্তানদের প্রতি রহম করুন, তাদের সন্তানদের সন্তাদের প্রতি রহম করুন।

এ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সামনে থেকে বিদায় নিলেন।

[মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ১১৫৬৪]

হাঁ, প্রিয় পাঠক! সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের যে আলো সঞ্চয় করেছেন, যে হেদায়েত তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন, যে খোদাভীতি তাঁরা অর্জন করেছেন, তা এই পার্থিব নগণ্য সম্পদের চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ।

অতএব, আজও সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর এই অনুগ্রহ সাদরে গ্রহণ করে এবং প্রকৃত খোদাভীতি অর্জন করে পবিত্র রামাদানের সওম রাখে; বিপুল পুণ্যার্জনে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে; কোনো মুসলমানের ক্ষতিসাধন করে না; গীবত পরনিন্দা করে না; সালাতে পিছিয়ে থাকে না; কোনো ধরনের অপরাধে নিজেকে জড়ায় না। সে যখন সওম পালন করে, সাথে সাথে তাঁর সর্বাঙ্গাও সওম পালন করে।

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

> أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾
>
> যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা যুমার : ৯]

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM In

সুসংবাদ ওইসকল ব্যক্তির জন্য, যারা পুরো বছর সমানভাবে আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে থাকে। তাদের আভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধতা বাহ্যিক দেহাবয়বে ফুটে ওঠে। তাদের শাওয়াল মাসও অতিবাহিত হয় রামাদান মাসের মতোই।

হাদীসে বর্ণিত আছে–

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

আদম সন্তানের প্রতিটি কাজের বিনিময়কে দশ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন, তবে সওমের প্রতিদান ব্যতীত। কেননা, সওম একমাত্র আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। বান্দা আমারই জন্য খাদ্যপানীয় ও কামপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে। সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারের মুহূর্ত। আরেকটি রব্বে কারীমের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্ত। সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরির সুঘ্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। [সহীহ মুসলিম, সিয়ামের ফযীলত অধ্যায়: হাদীস নং ২৭৬৩]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় রামাদানের সওম রাখবে, মহান আল্লাহ তার পিছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। [সহীহ বুখারী, ৩৮]

আরও একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন সওম রাখবে, আল্লাহ তার চেহারাকে [তাকে] জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছর দীর্ঘ পথের দূরত্বে সরিয়ে দিবেন। [সহীহ মুসলিম, ১১৫৩]

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল মাত্র সিয়াম পালনকারী লোকেরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে- সিয়াম পালনকারী লোকেরা কোথায়? তখনই তারা উঠে দাঁড়াবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের প্রবেশের পরপরই এ দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে।

নিঃসন্দেহে এ মহান পুরস্কার সেসব লোকদের জন্য নয়, যারা শুধু শুধুই নিজেদেরকে খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত রাখে; সওমের কোনো হক ও আবেদন রক্ষা করে না। যারা যথাযথভাবে সওম পালন করবে, এ পুরস্কার কেবল তাদেরই জন্য বরাদ্দ থাকবে।

যবান হেফাজত করা

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

যে ব্যক্তি সওম রেখে মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী আমল করা পরিত্যাগ করল না, তার এ পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। [হাদীস নং ১৯০৩]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

সওম ঢালস্বরূপ, যদি না সে [সওম পালনকারী] নিজেই তা বিদীর্ণ করে দেয়। তোমাদের কেউ যদি সওম রাখে, সে যেন অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে না পড়ে। কেউ তার সাথে অশ্লীল কথাবার্তা ও ঝগড়ায় লিপ্ত হতে চাইলেও সে যেন তাকে বলে দেয়, আমি সিয়াম পালনকারী, আমি সওম রেখেছি। [সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৮৬২]

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আমাদের পূর্বসুরিগণ রামাদান ছাড়াও সর্বদাই নিজেদের যবানকে পরিপূর্ণরূপে সংযত রাখতেন। তা হলে এবার ভেবে দেখুন! রামাদান মাসে সওম পালন অবস্থায় তাদের যবানকে কতটা সংযত ও নিয়ন্ত্রণে রাখতেন!

আবু হুরায়রা ﷺ ও তাঁর সাথি-সঙ্গীগণ একসাথে মসজিদে গোলাকার হয়ে বৈঠক করতেন। শুরুতেই সওম পালনকারী বলে নিতেন, আমরা আমাদের সওমের হেফাজত করে নিই।

এই ছিল দ্বীনসচেতন ব্যক্তিদের অবস্থা। কেনই বা তাঁরা পরনিন্দা করবেন আর শুধু শুধু নিজের পুণ্যগুলো অন্যের আমলনামায় জমা করবেন?

আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক ﷺ একবার সুফয়ান সাওরী ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, ইমাম আবু হানীফা ﷺ গীবত-পরনিন্দা-পরচর্চা থেকে কতটা দূরে থাকতেন?

সুফয়ান সাওরী ﷺ জওয়াবে বললেন, ইমাম আবু হানীফা ﷺ স্বীয় পুণ্য অন্যের আমলনামায় না দেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন ছিলেন।

আমাদের পূর্বসুরিগণ সব সময় কেবল বৈধ ও প্রয়োজনীয় কথাবার্তাই বলতেন। আজেবাজে ও অপ্রয়োজনীয় কোনো কথাবার্তা কখনোই তাঁরা বলতেন না। কখনও বা হঠাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় কোনা কথা যবান থেকে বের হয়ে গেলে, সে জন্য তাঁদের আক্ষেপ-অনুশোচনার কোনো অন্ত থাকত না।

ইবনে কুদামা ﷺ স্বীয় গ্রন্থে মালিক এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মালিক এর পিতা বলেন, রিবাহ আল কুওয়াইসি আসরের সালাতের পর আমাদের কাছে আমাদের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাকে জানালাম, তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন। জওয়াব শুনে তিনি বললেন, আসরের পর ঘুম! এমন সময় ঘুমাচ্ছেন? এটা কোনো ঘুমের সময় হল? একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

কিছু দূর গেলে আমরা খাদেমকে বললাম, তুমি তাঁর কাছে যাও এবং গিয়ে জিজ্ঞেস কর- আমরা তাঁর কাছে আসব কি না? খাদেম পিছনে পিছনে রওয়ানা হয়ে গেল। দীর্ঘ সময় পরও খাদেম এল না। বেশ বিলম্ব করল। মাগরিবের পূর্বে ফিরতে পারল না। মাগরিবের পর ফিরে এলে বললাম, এত দেরি করলে যে? তুমি কি তাকে পেয়েছিলে?

খাদেম বলল, তিনি এত গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন ছিলেন যে, আমি যে তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটছি তা তিনি টেরই পাননি। তিনি যখন গোরস্থানে প্রবেশ করছিলেন, তখনই আমি তার নাগাল পেয়েছি। আমি তার পেছনে চলতে চলতে শুনতে পেলাম, আল কুওয়াইসি অস্ফুট কণ্ঠে নিজে নিজেকে এই বলে তিরস্কার করছেন- ওহে! আল্লাহর এক বান্দা ঘুমোচ্ছে তাতে তুমি কেন এ কথাগুলো বলতে গেলে! যার যখন ঘুমোতে ইচ্ছা তাকে তখন ঘুমোতে দাও! ওহে মন! তুমি তো এমন বিষয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করলে, যার সাথে তোমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ দুই রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহ ﷻ-র কাছে তাওবা করব; ক্ষমা প্রার্থনা করব।

হাঁ, বন্ধুগণ! নিজের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করুন। কারও কোনো সমস্যা দেখে সরাসরি মুখ খোলা কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।

আয়েশা رضي الله عنها একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে বসা ছিলেন। নবীজীর অপর স্ত্রী সাফিয়্যা رضي الله عنها একটু খাটো ছিলেন। আয়েশা رضي الله عنها সেদিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে হাতের ইশারায় রাসূলকে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! সাফিয়্যা তো এমন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন–

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ

[হে আয়েশা!] তুমি এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছ, যার বিষক্রিয়া সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হলে সমগ্র পানিই দূষিত হয়ে যাবে। [সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং ৪৮৭৫]

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

হে সিয়াম পালনকারীগণ! এই মহান মাসে রাতের সালাত [তাহাজ্জুদের সালাত] সর্বোত্তম আমল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, আন্তরিকতার সাথে, পুণ্যের আশা নিয়ে রামাদানের রাতে কিয়াম করবে, [সালাত আদায় করবে] তার পিছনের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮১৫]

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

রহমান এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'। [অর্থাৎ শান্তি কামনা করে তারা বিতর্কে লিপ্ত হয় না] এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে। [সূরা ফুরকান : ৬৩-৬৪]

তা ছাড়া কিয়ামুল লাইল তথা সালাতুত-তাহাজ্জুদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের চিরাচরিত অভ্যাস ছিল।

হুযাইফা رضي الله عنه বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সাথে সালাতে দাড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সূরা বাকারা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। আমি মনে করলাম হয়তো ১০০ আয়াত পড়ে রুকুতে চলে যাবেন। কিন্তু না; তিনি সামনে চলতে থাকলেন। আমি ভাবলাম, হয়তো তিনি এক রাকাতে সূরা বাকারা শেষ করবেন। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। সূরা বাকারা সমাপ্ত করলে মনে মনে ভাবলাম, এখন হয়তো রুকুতে যাবেন। কিন্তু না; তা না করে তিনি সূরা আলে ইমরান শুরু করলেন। তারপর শুরু করলেন সূরা নিসা।

তিনি খুব তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করছিলেন। তাসবীহ সম্বলিত কোনো আয়াত এলে তাসবীহ পাঠ করছিলেন। প্রার্থনা সম্বলিত কোনো

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আয়াত এলে প্রার্থনা করছিলেন। আশ্রয়কামনাসূচক কোনো আয়াত এলে আশ্রয় কামনা করছিলেন। অতঃপর রুকুতে গিয়ে বললেন– 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' এবং কিয়ামের মতোই দীর্ঘ রুকু করলেন। তারপর বললেন– 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা', 'রব্বানা লাকাল হামদ' এবং রুকুসমপ্রায় দীর্ঘক্ষণ কওমা করলেন [দাঁড়িয়ে থাকলেন]। তারপর সেজদায় গিয়ে বললেন– 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'। তাঁর সেজদার সময়কালও কওমার মতো দীর্ঘ হল। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫৬]

খলীফাতুর রাসূল আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه সালাত ও রোনাযারিতে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন।

উমর رضي الله عنه অর্ধরাত পর্যন্ত তাহাজ্জুদ পড়তেন। অতঃপর ঘরে গিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন–

> وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾
>
> তুমি তোমার পরিবারের লোকদের সালাতের আদেশ দাও এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না। রিযিক তো আমিই তোমাকে দিই। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। [সূরা ত্ব-হা : ১৩২]

আল্লাহ ﷻ-কে পাওয়ার অন্যতম একটি পথ সালাত। আর তাঁরা এই সালাত আদায় করতেন একনিষ্ঠভাবে। একাগ্রচিত্তে আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করতেন। বিনম্রভাবে বিগলিত হৃদয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতেন। অনুরূপ তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তথা তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনের অবস্থাও ছিল একই।

মুহাম্মাদ বিন আল খাফীফ رحمه الله কোমরে তীব্র ব্যথার কারণে নড়াচড়া করতে পারতেন না। সালাতের সময় হলে তাকে পিঠে বহন করে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হতো।

তাঁর কোনো এক শিষ্য একবার তাঁকে বলল, আপনি তো মা'যুর। আল্লাহ ﷻ তো আপনাকে মসজিদে উপস্থিত না হওয়ারও অবকাশ

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

দিয়েছেন। শিষ্যের কথা শুনে মুহাম্মাদ আল খফীফ রহিমাহুল্লাহ কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, কখনো না! তুমি যদি আযান শুনে মসজিদে চলে যাও এবং আমাকে সালাতের কাতারে উপস্থিত না পাও, তাহলে কি কবরে আমাকে পাহারা দিয়ে দিবে!

আশ্চর্য! তাঁরাও অসুস্থ হতেন আর আমরাও অসুস্থ হই। পান থেকে চুন খসলেই মসজিদ-জামাত তো দূরের কথা, ফরযই তরক করে দিই।

কোনো এক নিঃশব্দ গভীর রাতে মানসূর বিন আল মুতামির উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করে বাড়ির ছাদে উঠে সালাতে দাঁড়ালেন। পাশের বাড়ির এক কিশোর সবিস্ময়ে তার মাকে ডেকে বলল- আম্মু! আমাদের প্রতিবেশীদের ছাদের উপর হাত-পাহীন অদ্ভুত কী যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে! আপনি কি তা লক্ষ করছেন না? মা উত্তর দিলেন- বাবা! ওটা অদ্ভুত কিছু নয়। তিনি মানসূর বিন আল মুতামির; সালাত পড়ছেন।

এই ছিল আমাদের পূর্বসূরিদের অবস্থা। তাঁরা যখন সালাতে দাঁড়াতেন, আল্লাহর মহব্বত ও মাহাত্ম্যের সাগরে হাবুডুবু খেতেন; একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যেতেন।

আবু যুরআ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ লাগাতার বিশ বছর এক মসজিদের ইমাম ছিলেন। একদিন হাদীস অধ্যয়নের জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁর কাছে এল। তারা লক্ষ্য করে দেখল, মসজিদের মেহরাবের উপর কিছু লেখা আছে। ছাত্ররা আদবের সাথে উস্তাযকে প্রশ্ন করল,! মসজিদের মেহরাবের উপর এভাবে লিখে রাখার বিধান কী? তিনি উত্তর দিলেন- পূর্ববর্তী ফকীহদের অনেকেই এটা অপছন্দ করতেন। আমি নিজেও তা অপছন্দ করি এবং নিষেধ করি।

ছাত্ররা বলল, কিন্তু লেখাটি তো আপনার মেহরাবের উপরই লেখা! আপনার কি এ লেখাটি কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি? এবার তিনি সবিস্ময়ে জবাব দিলেন, সুবহানাল্লাহ! অদ্ভুত ব্যাপার তো! বান্দা যখন আল্লাহর সামনে সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে কীভাবে টের পাবে যে, তার সামনে কী আছে!

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আবদুর রাযযাক رحمه الله একবার তাঁর মহান উস্তায সুফয়ান সাওরী رحمه الله প্রসঙ্গো আলোচনা করতে গিয়ে বললেন– প্রিয় উস্তায সুফয়ান সাওরী رحمه الله একদিন ইশার পর আমার বাড়ি এলেন। আমি তাঁর আপ্যায়নে কলা কিশমিশ ও মনাক্কা পরিবেশন করলাম এবং হাদিয়াস্বরূপ কিছু দিরহামও দিলাম। তিনি তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। আহারপর্ব শেষ করে কোমরের লুঙ্গি শক্তভাবে বাঁধলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন– আবদুর রাযযাক! তাড়াতাড়ি কর।

সাথিরা বললেন, অনুগ্রহপূর্বক পশুদের খাবার দেওয়ার জন্য একটু ফুরসত দিন।

অতঃপর তারা তাড়াহুড়া করে কাতার সোজা করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সকাল পর্যন্ত সালাতে নিমগ্ন থাকলেন।

ইবনে ওয়াহহাব বলেন, আমি সুফয়ান সাওরী رحمه الله-কে দেখলাম, তিনি মসজিদে হারামে মাগরিবের পর সালাত আদায় করছেন। অতঃপর লক্ষ্য করলাম, তিনি ইশার আযান পর্যন্ত সেজদারত অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন।

আমাদের পূর্বসূরি মনীষীগণ প্রকৃতপক্ষে সৎ ও পুণ্যময় কাজে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁরা আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যে, ইবাদতে, সালাতে, সেজদায় বিশেষ আত্মপ্রশান্তি লাভ করতেন।

ইমাম যাহাবী رحمه الله শুবাহ ইবনে হাজ্জাজ এর কোনো এক শিষ্যের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন, শুবার সালাতে এত দীর্ঘ কিয়াম করতেন যে, আমি ভাবতাম তিনি রুকু করতে ভুলে গেছেন। অতঃপর এত দীর্ঘ রুকু করতেন যে, আমি ভাবতাম তিনি কওমা ও সেজদা করতে ভুলে গেছেন। দুই সেজাদার মঝে এত দীর্ঘ সময় নিতেন যে, আমি ভাবতাম তিনি দ্বিতীয় সেজদা করতে ভুলে গেছেন।

হিলইয়াতুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, উবাইদা ইবনে মুহাজির ছিলেন একজন বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ কৃতদাস। সর্বদাই আল্লাহ ﷻ-র যিকির-আযকারে নিমগ্ন থাকতেন। তার মা ছিলেন একজন

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

জরোস্টিয়ান [মাজুসি/অগ্নিপূজক]। মায়ের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অগাধ। মায়ের প্রয়োজন পূরণ ও সেবা-যত্নে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক ও সচেস্ট।

তিনি একদিন তার মাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু মা ছেলের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। বেশ কিছু দিন পর তিনি এক শুক্রবারে আসরের সালাত আদায় করে বাড়ি ফিরে এলেন। তার মা তাকে এক মহা খুশির সংবাদ দিলেন- তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মহা সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

উবাইদা মায়ের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্যে সালাতুশ শোকর আদায় করলেন। আল্লাহ ﷻ-র দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর দরবারে আকুতি-মিনতি করলেন। সারা রাত ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এভাবেই কাটিয়ে দিলেন। একটি মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম করলেন না।

মুয়াজ্জাহ আল আদউয়াহ রাতের অধিকাংশ সময় সালাতে কাটিয়ে দিতেন এবং বলতেন, বিস্মিত হই সেই ব্যক্তির প্রতি, যে নিশ্চিতরূপে জানে- একাকী নিঃসঙ্গ কবরে হাশর অবধি ঘুমিয়ে থাকতে হবে, তারপরও [দুনিয়ার জীবনে] ঘুমিয়ে সময় পার করে!

হাফসা বিনতে সিরীনের ঘটনাও অনুরূপ।

হাঁ, এমনই ছিল পূর্বসূরিদের আমলের নমুনা। তাঁরা রাতদিন গুজরান করতেন রুকু-সেজদাবস্থায়। এমনকি এটা তাদের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

হাসান ইবনে সালেহ এর একটি কৃতদাসী ছিল। তিনি তাকে বিক্রি করে দিলে এক ব্যক্তি ক্রয় করে নিল। নতুন মালিকের ঘরে প্রথম দিন মধ্যরাতে দাসীটি ঘরের সবাইকে তাহাজ্জুদের জন্য ডাকতে শুরু করল- লোকসকল! সালাত! সালাত! বাড়ির সকল সদস্য ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠল। সকলের একই জিজ্ঞাসা- কী হয়েছে? ফজরের সময় হয়ে গেছে? দাসী সবিস্ময়ে বলল, ও! তা হলে তোমরা শুধু ফরয সালাত আদায় কর! অতঃপর সে একাকী তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে গেল।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

সকালে দাসীটি পূর্বের মালিকের কাছে গিয়ে এই অনুযোগ ও আবেদন করল যে, আপনি আমাকে এমন ব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন, যারা শুধু ফরয সালাত ও ফরয সিয়ামের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। অতএব, অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনুন!

দাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে হাসান ইবনে সালেহ তাকে পুনারয় নিজের কাছে ফিরিয়ে আনেন।

ভাববার বিষয় হচ্ছে, উক্ত দাসী যদি বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা দেখত, তা হলে না জানি সে কী ধরনের মন্তব্য করত! যখন এ যুগের মুসলমানদের করুণ অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তাহাজ্জুদের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না। ফজরের সালাতে অলসতা করে! এই শ্রেণির লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সালাতকে বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং, তারা অচিরেই তাদের কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। [সূরা মারইয়াম : ৫৯]

মাহে রামাদান এলে আমাদের পূর্বসূরিগণ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠতেন। ইবাদত-বন্দেগীতে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ে কাটত তাঁদের মাহে রামাদান।

উমর رضي الله عنه-র শাসনামলে ইশার পর ২৩ রাকাত সালাত আদায় করা হত। পুরো রামাদানে সালাতুত তারাবীহতে কমপক্ষে একবার পূর্ণ কুরআন খতম করা হত।

ইমাম মালেক رحمه الله স্বীয় গ্রন্থে দাউদ ইবনে হুসাইন এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি আ'রাযকে বলতে শুনেছেন- আমি রামাদান মাসে মানুষকে কেবল দেখতে পেতাম, তারা কাফের সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করছে।

তিনি বলেন, আরেকটি বিষয় হল- কারী সাহেব আট রাকাত সালাতে পুরো সূরা বাকারা তিলাওয়াত করতেন। তবে কোনোদিন যদি সূরা

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

বাকারা বারো রাকাতে সমাপ্ত করতেন, তা হলে মুসল্লীগণ অনুভব করতেন, ইমাম সাহেব আমাদের জন্য কেরাত খুব হালকা করেছেন। [মুয়াত্তা, হাদীস নং ২৫৫]

আবু বকর رضي الله عنه বলেন–

كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ ، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَادِمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ.

রামাদানে রাত্রিকালীন [তাহাজ্জুদের] সালাত সমাপ্ত করে খাদেমদের খাবারের জন্য খুব তাড়া দিতাম এই ভয়ে যে, আবার না ফজর উদ্ভাসিত হয়ে যায়। [মুয়াত্তা : ২৫৬]

ইমাম বায়হাকী رحمه الله স্বীয় গ্রন্থ শুআবুল ঈমানে উল্লেখ করেছেন, খালেদ ইবনে যুবাইর বলেন, বসরা নগরীতে আমাদের একজন ইমাম ছিলেন। রামাদান এলে তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের মধ্যে প্রতি তিন দিনে পূর্ণ কুরআন একবার খতম করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ফলে তার স্থলে অন্য আরেকজন ইমাম চার দিন অন্তর অন্তর কুরআন খতম করতে লাগলেন। ফলে আমরা তা অতি সহজ ও হালকা অনুভব করলাম।

সায়েব ইবনে যায়েদ رضي الله عنه বলেন, কারী সাহেব সালাতে শত শত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ কিয়ামের কারণে আমরা লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতাম। ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সালাতে নিমগ্ন থাকতাম। অতঃপর সালাত শেষ করতাম। [মুয়াত্তা :২৫৩]

প্রিয় পাঠক! তাদের অবস্থার সাথে আমাদের অবস্থার তুলনা করে দেখুন। ব্যক্তি যখন সবগুলো তারাবীহ ইমামের পিছনে জামাতের সাথে আদায় করে, আল্লাহ ﷻ তখন তার উপর বিশেষ রহমত ও করুণার বারি বর্ষণ করেন। আর কেমন যেন সে সারাটি রাতই ইবাদতে লিপ্ত থাকল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

যে ব্যক্তি ইশার সালাত জামাতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধ রাত পর্যন্ত কিয়াম করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাতও জামাতের সাথে আদায় করল, সে যেন গোটা রাতই সালাতে নিমগ্ন থাকল। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৬]

আমাদের পূর্বসূরিগণ তো আল্লাহ ﷻ-র সেসকল প্রিয় বান্দা, যাঁরা দিনরাত সারাক্ষণ আপন প্রভুর ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। ভয় ও আশার পাহাড় ছিল তাঁদের অন্তরে। আল্লাহ ﷻ-র মহব্বতে ও ভালবাসার টানে তাদের হৃদয়-আত্মা ছিল ব্যাকুল-অস্থির। পৃথিবীতে তারা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতগুজার। জান্নাতবাসীরা তাদের ভালোবেসেছেন। তামাম সৃষ্টিকুলও তাদের ভালোবেসেছে। তারাও পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসেছেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনয়ন করে এবং আমলে সালেহ করে, দয়মায় আল্লাহ তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। [সূরা মারইয়াম : ৯৬]

কুরআনের মাস

রামাদান কুরআনের মাস। জিবরীল ﷺ এই মাসে প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে এসে কুরআনে কারীম শোনাশুনি করতেন।

উসমান رضي الله عنه প্রতি রাতে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

রামাদান শুরু হলে ইমাম যুহরী رحمه الله হাদীস অধ্যয়ন গবেষণা ও ইলমচর্চা সবকিছু বন্ধ করে দিতেন। শুধু কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত করতেন। অনুরূপভাবে সুফয়ান সাওরী رحمه الله সাধারণ ইবাদত কমিয়ে শুধু কালামুল্লাহর তিলাওয়াতে নিবিষ্ট থাকতেন।

কাতাদা رحمه الله রামাদান ছাড়া প্রতি সপ্তাহে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রামাদান শুরু হলে প্রতি তিনদিন অন্তর এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর রামাদানের শেষ দশকে প্রতি রাতে এক খতম করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী رحمه الله শেষ দশকে প্রতি রাতে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর অন্যান্য মাসে তিন দিনে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ: قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا) قَالَ لِي: كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, [হে ইবনে মাসউদ!] আমাকে তিলাওয়াত করে শোনাও। আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, [ইয়া রাসূলাল্লাহ] কুরআন তো আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়। আমার মতো ব্যক্তি আপনাকে কীভাবে তিলাওয়াত করে শোনাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে ভালোবাসি। [আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন] ফলে আমি সূরা নিসা থেকে তিলাওয়াত শুরু করলাম। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছলাম–

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (ص٤١)

[যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষ্য উপস্থিত করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করব, তখন কী উপায় হবে? [সূরা নিসা : ৪১]]

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এবার থামো! যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় আমি রাসূলুল্লাহর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। [হাদীস নং : ৫০৫০]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ الصِّيَامُ : رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرابَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، فَيُشَفَّعَانِ

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

বিচার দিবসে কুরআন ও সওম- এ দু'টি বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সওম বলবে- 'হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলা খাদ্য পানীয় ও রতিবিলাস থেকে নিরত রেখেছি। সুতরাং, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ মঞ্জুর করুন।' কুরআন বলবে- 'হে আল্লাহ ! আমি আপনার এই বান্দাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগ্রত রেখেছি। সুতরাং, আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন।' ফলে উভয়ের কৃত সুপারিশ গৃহীত হবে। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৬২৬]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন-

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيَقُولُ اقْرَأْ وَارْقَ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً

কিয়ামত দিবসে কুরআন এসে বলবে, হে আমার রব! এই ছাহেবে-কুরআনকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও!' ফলে তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে। সে [কুরআন] আবার বলবে- 'তাকে আরও বৃদ্ধি করে দাও।' ফলে তাকে সম্মানের একটি লম্বা প্রতীকী পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে [কুরআন] আবার আবেদন করবে- 'হে আল্লাহ! আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।' ফলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অতঃপর কুরআনের বাহককে বলা হবে- তুমি তিলাওয়াত করতে থাক আর জান্নাতের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাক। প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াতের বিনিময়ে তাকে দ্বিগুণ পুণ্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। [সুনানে তিরমিযী: হাদীস নং২৯১৫]

আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ يَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ لَهُ : مَا أَعْرِفُكَ ، فَيَقُولُ : أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَأَنْتَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ ، قَالَ : فَيُعْطَى

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا ، فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا هَذَا فَيُقَالُ : بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ يُقَالُ : اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا.

পুনরুত্থান দিবসে মানুষ যখন কবর ফেঁড়ে জেগে উঠবে, তখন কুরআনে কারীম একজন ছোট মানুষের আকৃতিতে তার বাহকের সঙ্গী হবে। কুরআন তাকে বলবে, তুমি কি আমাকে চেনো! কুরআনের বাহক বলবে, না; আমি তোমাকে চিনি না!

কুরআন বলবে, আমি তোমার সেই সঙ্গী কুরআন, যে তোমাকে দিনের বেলা তৃষ্ণার্ত ও রাতের বেলা জাগ্রত রেখেছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসা-বাণিজ্যের শেষে লাভ অর্জন করে, আজকে তোমার যাবতীয় পুণ্যকর্মের উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।

নেক আমল দেওয়া হবে ডান হাতে আর বদ আমল দেওয়া হবে বাম হাতে। আর তার মাথায় মর্যাদার তাজ পরিয়ে দেওয়া হবে; তার পিতামাতাকেও পরিয়ে দেওয়া হবে সম্মানের জোড়া পোশাক। কারণ, দুনিয়ার জীবনে তারা তাকে কুরআনের বাহক বানানোর জন্য সবকিছুই করেছে।

এত বিপুল মর্যাদা দেখে পিতামাতা সবিস্ময়ে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের কোন আমলের কারণে আমাদের এ সম্মান দেওয়া হল?

তাদের বলা হবে, কারণ, তোমরা তোমাদের সন্তানদের কুরআন পড়িয়েছ। অতঃপর কুরআনের বাহককে নির্দেশ দেওয়া হবে- তুমি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক আর জান্নাতের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাক। যেখানে গিয়ে তোমার তিলাওয়াত শেষ হবে, সেখানেই তোমার অবস্থান হবে। ফলে কুরআনের বাহক কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকবে আর উপরে উঠতে থাকবে। যে যেই গতিতে তিলাওয়াত করবে, সে সেই গতিতে উপরে উঠবে। দ্রুত পড়লে দ্রুত, ধীরে পড়লে ধীরে।
[মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা : হাদীস নং ৩০০৪৫]

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

হাঁ, এই কুরআন আমাদের পূর্বসূরিদের রাত্রিজ্জাগরণ ও আল্লাহর দরবারে অশ্রু বিসর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

উবাইদ ইবনে উমাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি একবার আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে বিষয়টি আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকার পর বললেন, কোনো এক বিশেষ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন–

يَا عَائِشَةُ! ذَرِيْنِيْ أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّيْ

> আয়েশা! আমাকে ছেড়ে দাও! আজ রাতে আমি আমার প্রভুর ইবাদত করব।

আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনার কাছে থাকতে ভালোবাসি এবং তা-ও ভালোবাসি, যা আপনাকে আনন্দিত করে।

অতঃপর তিনি বিছানা ছেড়ে পবিত্র হয়ে সালাতে দাঁড়ালেন এবং এত বেশি কাঁদলেন যে, চোখের অশ্রুতে তাঁর শ্মশ্রু মোবারক সিক্ত হয়ে গেল। তিনি কাঁদতেই থাকলেন। আরও কাঁদলেন। ফলে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। অবশেষে সালাতের জন্য ডাকতে এসে বিলাল রাসূলের এত কান্না দেখে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও এত কাঁদেন?! অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। নবীজী জওয়াব দিলেন–

أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا...

আমি কি আমার রবের শোকরগুজার বান্দা হব না?!...

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে কুরআন তিলাওয়াতকারীরূপে আগমন করেছেন।

সূর্য যেমন সকালের পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলে, রাসূলুল্লাহও তেমনই গোমরাহীর অন্ধকার দূর করে আমাদের জীবনকে আলোকিত করে তুলেছেন। আমাদের অন্তঃকরণ বিনা সংশয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা মেনে নিয়েছে যে, তিনি যা বলেন তা সত্য; চির সত্য।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

তিনি তো বিছানা ছেড়ে ইবাদত-বন্দেগীতে রাত কাটাতেন। অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কান্নাকাটি করতেন।

বর্তমান যুগের কথা কী আর বলব! এখন তো পবিত্র কুরআন অনেক মডার্ন মুসলিমের বাড়িঘর, শপিংমল, অফিস-আদালত ও কলকারখানায় শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণে পরিণত হয়েছে! এ কুরআনকে ব্যবসায়ীগণ দোকান-পাট ও মার্কেটের দেয়ালে টানিয়ে রাখে আর এর আয়াতকে সুদি কায়কারবার ও মিথ্যা শপথের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে।

শুধু এটুকুই নয়; আপনি দেখবেন- গাড়ির সামনের গ্লাসে উপরের দিকে কী সুন্দর করে কুরআনের আয়াত টানিয়ে রাখা হয়েছে আর ড্রাইভার বিড়ি-সিগারেট ও মাদকদ্রব্যসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ বস্তু সামগ্রী পরিবহন করে নিয়ে যাচ্ছে! যখন সালাতের সময় হয়, তারা সালাত আদায় করে না। এমনকি কখন সালাতের ওয়াক্ত হয় আর কখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তার হিসাবটুকুও রাখে না!

আপনি কোনো প্রাশাসনিক ভবনে গিয়ে দেখুন, বিভিন্ন ওয়ালম্যাটের উপর কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি ও ডিজাইন কত সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করে রাখা হয়েছে। অথচ ভবনের ভিতরে সুদ-ঘুষের ছড়াছড়ি। দেদারছে চলছে অন্যায়-অবৈধ ব্যবসা। আর তাদের এই বাহ্যত নির্মল পরিবেশ দেখে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ মুসলমান।

নারীরা একদিকে দ্বিধাহীনভাবে নিজেদেরকে প্রদর্শনী-পণ্য হিসেবে মানুষের সামনে প্রদর্শন করে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে কুরআনের আয়াত খচিত আকর্ষণীয় লকেট বা লম্বা তাবিজে ছোট্ট কুরআন বা কুরআনের আয়াত কিংবা কুরআনের ছবি ঝুলিয়ে রাখছে; পাশাপাশি সুপ্ত সৌন্দর্যের আলো (!) ছড়াতে গ্রীবাদেশ উন্মুক্ত করে রাখছে। যে কেউ বিনা বাধায় তাদের এ রূপসুধা পান করতে পারে।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَآتِينَ
الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে; জাহেলী যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। [সূরা আহযাব : ৩৩]

কুরআন তিলাওয়াতের কিছু আদব

- পবিত্রতা অর্জন করা।
- তিলাওয়াতের পূর্বে মিসওয়াক করে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া।
- 'আউযুবিল্লাহ...' ও 'বিসমিল্লাহ...' পড়ে তিলাওয়াত শুরু করা।
- তারতীলের সাথে, থেমে থেমে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

তোমরা সুন্দর সুমধুর কণ্ঠে কুরআনের মাধুর্যতা রক্ষা করে তিলাওয়াত কর। কেননা, নিশ্চয় সুমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত কুরআনের মাধুর্যতা আরও বৃদ্ধি করে দেয়। [সুনান ইবনে মাজাহ: হাদীস নং ১৩৪২]

- কারও জন্য কুরআন তিলাওয়াত কষ্টসাধ্য হলেও ধৈর্যের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ওই সকল নেককার ফেরেশতাদের দলভুক্ত হবে, যারা লেখার কাজে নিয়োজিত। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করে ঠেকে ঠেকে কুরআন তিলাওয়াত করবে, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৮০]

- অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তিলাওয়াত করা এবং কান্নার চেষ্টা করা। কান্না না এলে কান্নার ভাব প্রকাশ করা। এই শ্রেণির লোকদের প্রশংসা করেই আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾١٠٩

তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরও বৃদ্ধি পায়। [সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৯]

- তিলাওয়াতের সময় বিলাপ ও চেঁচামেচি না করা। কারণ, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের পথ নয়। যেমনটা বর্তমানে রামাদান মাস এলে অনেক মসজিদে দেখা যায়। এ এক বিরক্তিকর পরিস্থিতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম তিলাওয়াতের সময় কখনও এরকম বিলাপ ও চেঁচামেচি করতেন না। অতএব, আমাদেরও সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত।
- কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করা। প্রয়োজনে সময়-সুযোগমতো তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বর্তমান সময়ে পুরো বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর মাঝে কুরআন বোঝার ব্যাপারে এক ধরনের উদাসীনতা ও অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আপনি কোনো একজন মুসলিমকে প্রশ্ন করুন- তুমি কি সূরা ইখলাস পার? দেখবেন, সে আপনাকে সাথে সাথেই মুখস্ত শুনিয়ে দেবে। পরক্ষণেই প্রশ্ন করুন- এবার বল তো, সূর ইখলাসের মধ্যে 'আস-সমাদ' শব্দটির অর্থ কী? কিংবা যে সূরা ফালাক, আদিয়াত ইত্যাদি সূরাগুলো পারে, তাকে জিজ্ঞাসা করুন- 'ফালাক', 'গসিকীন ইযা ওয়াকাব' কিংবা 'ওয়াল আদিয়াত' ইত্যাদি শব্দগুলোর অর্থ কী? দেখবেন, সে এগুলোর উত্তর দিতে পারছে না। এ ধরনের যেকোনো প্রশ্নের উত্তর আসবে 'না' দিয়ে!

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, আমরা কিন্তু তাদেরকে সূরা বাকারা বা সূরা আলে ইমরানের বড় কোনো আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করার কথা বলছি না; বরং বলছি কুরআনের সে অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কথা, যে অংশ সে মুখস্ত করেছে এবং নিয়মিত তিলাওয়াত করে।

প্রিয় পাঠক! প্রতিদিন এক ঘণ্টা বা কিছু সময় তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করা এবং কুরআনের অর্থ ও মর্ম বোঝার চেষ্টা করা কি তাদের পক্ষে খুব একটা কঠিন কাজ?!

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

অতএব, আমি বলব- যিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তার উচিত তিলাওয়াতের অংশটুকুর অর্থ ও মর্ম বোঝারও আপ্রাণ চেষ্টা করে যাওয়া।

মহান এ রামাদান মাসের সর্বোত্তম ইবাদতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ইবাদত হল- সবসময় মুখে দোয়া-দরূদ ও যিকির-আযকার চালু রাখা। মনে রাখবেন, দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্তগুলোতে, বিশেষত ইফতারের আগ মুহূর্তে সওম পালনকারীর দোয়া আল্লাহ ﷻ ফিরিয়ে দেন না।

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ ﷻ প্রথম আকাশে অবতরণ করে ঘোষণা করেন–

هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ.....

ওহে! আছো কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। আছো কোনো দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তি, আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমার দারিদ্র্য দূর করে দেব।... [মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ১৬৩২৩]

ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত; রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত। [সূরা যারিয়াত : ১৭-১৮]

এ সকল সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষ ফযীলত তাদের জন্য, যাঁরা দোয়া কবুলের মুহূর্তগুলো খুঁজে খুঁজে তার সদ্ব্যবহার করেন। যেমন- আযান-ইকামতের মর্ধবর্তী সময়, জুমুআর দিন, মাগরিবের পূর্ব মুহূর্ত ইত্যাদি।

আলহামদুলিল্লাহ! নারীদের মধ্যেও অনেকে বিশেষ গরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে নিজেদের প্রস্তুত রাখেন এবং ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার ও বিভিন্ন পুণ্যময় কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এককথায় রামাদানের বিশেষ এক আমেজ তাদের মাঝে ফুটে ওঠে।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

অপরদিকে বহু নারী এ মহৎ মাসে করণীয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সীমাহীন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে। ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগ না দিয়ে বেপর্দায়, ক্ষেত্রবিশেষ অর্ধনগ্ন অবস্থায় বাইরে বের হয়। আবেদনময় ও আকর্ষণীয় পোশাক পরে বিভিন্ন শপিংমল ও বিপনী বিতানে ঘুরে বেড়ায়। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ফ্যাশনের দামি দামি পোশাক পরে বাইরে ঘোরাঘুরি করে। আল্লাহ ﷻ তাদের হেদায়েত করুন- তাদের কনুইসহ বাহুদ্বয় ও চোখমুখ সম্পূর্ণই খোলা থাকে। কোনো প্রয়োজন নেই, তারপরও সেজেগুজে বাইরে বের হয়। পাশাপাশি এমন সুগন্ধি গায়ে মেখে বের হয়, যার সৌরভ চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরুষদের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। অপরদিকে এক শ্রেণির যুবক রাতের বেলায় যুবতী রমণীদের পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করে। কামাতুর দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কী আশ্চর্য? এ শ্রেণির যুবকগুলো দিনের বেলায় অলস নিদ্রায় সময় কাটায় আর রাতের বেলায় শালীনতাপরিপন্থী ও গর্হিত কাজ করে বেড়ায়। দিনের বেলায় আল্লাহ ﷻ-র সামনে নতনেত্রে সালাত আদায় করে আর রাতের বেলায় যুবতীদের পিছনে ঘুরঘুর করে!

আমার বুঝে আসে না, সেসকল যুবতী রমনীদের পিতা–মাতা, ভাই-স্বামীই বা কোথায় থাকে, আর তাদের নিজেদেরই বা আত্মমর্যাদাবোধ কোথায় থাকে!

উদারতা ও বদান্যতা

উদারতা ও বদান্যতা এমনিতেই একটি মহৎ গুণ। পবিত্র মাহে রামাদানে এর কদর ও ফযীলত বেড়ে যায় আরও বহু বহু গুণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রামাদান শুরু হলে তাঁর দানশীলতা ও উদারতা আরও বহুগুণ বেড়ে যেত।

আল্লাহ ﷻ দুঃখ-দুর্দশা ও দুরাবস্থার মাধ্যমে বান্দার অন্যায়-অনাচার ও পাপসমূহ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেন। যাবতীয় দোষত্রুটি ঢেকে দেন। বদান্যতাও পাপসমূহ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়। তা ছাড়া

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

পানি যেমন আগুনকে নিভিয়ে দেয়, বদান্যতাও তদ্রূপ আল্লাহ ﷻ-র ক্রোধাগ্নিকে নির্বাপিত করে দেয়।

তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর কাছে এসে নিজের ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু রৌপ্যমুদ্রার আবেদন করল। তিনি একটি চিরকুট লিখে দিয়ে লোকটিকে তার ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহীর সামনে উক্ত চিরকুট উপস্থাপন করলে তিনি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কী পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছ? লোকটি উত্তর দিল- সাতশ রৌপ্যমুদ্রা।

ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে একটি চিরকুট লিখে ইবনুল মোবারকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল- লোকটি আপনার কাছে ঋণ চেয়েছে সাতশ' রৌপ্যমুদ্রা, অথচ আপনি তাকে সাত হাজার রৌপ্যমুদ্রা দেওয়ার কথা লিখে দিয়েছেন! এই পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে দিলে তো আমাদের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাবে!

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক رحمه الله পুনরায় লিখে পাঠালেন- জীবন থাকলে অর্থ অনেক আসবে। অতএব, তুমি তাকে সে পরিমাণই দিয়ে দাও।

অনুরূপ আরও একটি ঘটনা উল্লেখ আছে সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে।

রামাদানে সাদাকা কয়েকভাবে করা যায়–

খাদ্যদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

> يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ
>
> তোমরা বেশি বেশি সালামের প্রচলন ঘটাও, ক্ষুধাপীড়িত হতদরিদ্রদের আহার্য দান কর, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, নিভৃত রজনীতে মানুষ যখন ঘুমে বিভোর থাকে, তখন তোমরা

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

সালাত আদায় কর, তা হলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। [সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ২৪৮৫]

আমাদের পূর্বসূরিগণ ক্ষুধাপীড়িতদের আহার্য দান করাকে একটি মহৎ ইবাদত মনে করে আঞ্জাম দিতেন।

তিরমিযীতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ .

কোনো ঈমানদার ব্যক্তি অপর কোনো ঈমানদার ক্ষুধার্তকে আহার্য দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফলমূল আহার করাবেন। আর যদি কোনো পিপাসার্ত মুমিনকে পানি পান করায়, তা হলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের এমন অমৃত সুধা পান করাবেন, যার ফলে সে আর কোনোদিন পিপাসার্ত হবে না। [সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ২৪৪৯]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه নিয়মিত এতিম ও দুঃস্থদের সাথে নিয়ে ইফতার করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

যে ব্যক্তি কোনো সওম পালনকারী মুমিনকে ইফতার করাবে, তার জন্য এটা ভ্রষ্টতা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায় হবে। পাশাপাশি সে-ও সওম পালনকারী ব্যক্তির মতো পুণ্য লাভ করবে। এতে সওম পালনকারীর পুণ্যে সামান্যতমও ঘাটতি হবে না। [সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ৮০৭]

ই'তিকাফের ফযীলত

ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

مَنْ صَلَّى الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ تَعالى حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تامةٍ

যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করবে এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকিরে লিপ্ত থাকবে, অতঃপর সূর্য উঠে গেলে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেবে, তার আমলনামায় পূর্ণ একটি হজ ও পূর্ণ একটি উমরার সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে। [সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ৫৮৩]

প্রিয় পাঠক! বছরের সাধারণ দিনগুলোতে নেক আমলের প্রতিদানের চিত্র যদি এমন হয়, তা হলে রামাদান মাসে এ আমলের প্রতিদান কেমন হবে তা বলাই বাহুল্য।

রামাদানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল উমরা পালন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً - أَوْ حَجَّةً مَعِي

রামাদানে এক উমরা এক ফরজ হজের সমতুল্য। [ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে অথবা] আমার সাথে একটি হজ আদায়ের সমতুল্য। [প্রাগুক্ত : হাদীস নং ৯৩৯]

রামাদানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল সুন্নাত ই'তিকাফ; আল্লাহ ﷻ-কে পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলোতে শরয়ী মসজিদে অবস্থান করা।

শরীয়ত সমর্থিত একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী মসজিদের বাইরে যেতে পারবে না। যে ব্যক্তি এই নিয়ম যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে পারবে না বা যথাযথভাবে পালনে সক্ষম না, তার ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত প্রত্যেক রামাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। ওফাতের [মৃত্যুর] বছর তিনি ২০ দিন ই'তিকাফ করেছেন। যেমনটি বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে।

সহীহ ও গ্রহণযোগ্য ই'তিকাফে- ঘুমানোর জন্য মসজিদ থেকে শয়নকক্ষে যাওয়া, অপ্রয়োজনে বাড়ি-ঘরে যাতায়াত ও পরিবারের

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

সাথে সাক্ষাত করা, খাবারের জন্য কেন্টিনে যাওয়া, বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে হাসি-তামাশা করা, অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ পরিহার করা অপরিহার্য। অন্যথায় ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হবে না।

গ্রহণযোগ্য ও পরিপূর্ণ ফযীলতপূর্ণ ই'তিকাফ আদায়ের জন্য আল্লাহ ﷻ-র কাছে বিনীতভাবে কাকুতি-মিনতি করা, কায়মনোবাক্যে তাঁর কাছে দোয়া-মুনাজাত করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, পুরো সময় ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁর যিকির-আযকারে লিপ্ত থাকার কোনো বিকল্প নেই।

খাঁটি ও বিশুদ্ধ ই'তিকাফ পালনের লক্ষে প্রত্যেক সওম পালনকারীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে- নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং আল্লাহ ﷻ-র যিকির-আযকারের মাধ্যমে জিহ্বাকে সর্বদা সতেজ ও সিক্ত রাখা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

ألا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمالِكُمْ ، وأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ » قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : « ذِكر اللهِ تَعَالَى »

আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পুণ্যময় কাজের কথা বলে দিব না, যা সমস্ত পুণ্যময় কাজের চেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট; প্রতিপালকের নিকট অধিকতর পছন্দনীয়; তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধিকারী; আল্লাহর পথে অঢেল স্বর্ণ-রৌপ্য খরচ করার চেয়ে অতি উত্তম এবং জিহাদের ময়দানে শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া, তাদেরকে হত্যা করা ও শত্রুসৈন্য কর্তৃক তোমরা নিহত [শহীদ] হওয়ার চেয়েও শ্রেষ্ঠ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, অবশ্যই বলে দিবেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল আল্লাহর যিকির। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭৭]

ইবনে রজব হাম্বলী رحمه الله স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু হুরায়রা رضي الله عنه প্রতিদিন বারো হাজার বার 'সুবহানাল্লাহ'-এর যিকির করতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আপনি এত বেশি পরিমাণ যিকির করেন কেন?

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

তিনি জওয়াব দেন- আমি এই যিকিরের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভের আশা রাখি।

ইমাম হাকেম রহ. বর্ণনা করেছেন, একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের তো বহু আমল রয়েছে। তার মধ্য থেকে বিশেষ কিছু আমল আপনি আমাকে বাতলে দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

সর্বদা তুমি তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত রাখবে।
[সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭৫]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِينَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِينَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِينَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِينَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِينَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। [সূরা আহযাব : ৩৫]

যা হোক, এ সময়গুলোতে সওম পালন করা, সালাত আদায় করা ও ই'তিকাফ করা বান্দার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কারণ, সে মহান আল্লাহ ﷻ-র অনুগ্রহে মহা পুরস্কার ও প্রতিদান লাভে ধন্য হবে; মহা সাফল্যে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

সর্বোত্তম যিকির হল কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা। কুরআনে কারীমের প্রতিটি হরফের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয়। আর প্রত্যেক উত্তম প্রতিদানই দশগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। তাছাড়া কুরআনে কারীম তার পাঠকারীর জন্য হাশরের ময়দানে সুপারিশ করবে। অতএব, রামাদানের শেষ দশকে মাত্র একবার কুরআন খতম করা অত্যন্ত উদাসীনতারই নামান্তর!

অনুরূপভাবে ই'তিকাফরত অবস্থায় অধিকহারে সালাত আদায় করা উচিত। ফরযের পাশাপাশি নফল সালাত তথা ইশরাক, চাশত, আউওয়াবীন, তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল সালাত অধিক হারে আদায় করা উচিত।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওবান رضي الله عنه-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

> عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً
>
> অধিক হারে সালাত আদায় কর। প্রত্যেক সালাত- যা তুমি আল্লাহর সামনে আদায় করেছ, [তার বিনিময়ে] আল্লাহ তোমার এক স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং একটি গুনাহ মাফ করে দিবেন। [হাদীস নং ১১২১]

রবীয়া ইবনে কা'ব رضي الله عنه-র সূত্রে ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন–

> كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ، فَقَالَ لِي : سَلْنِي فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.
>
> কোনো এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সাথে ছিলাম এবং ওযুর পানি, মিসওয়াক ও প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার যা ইচ্ছা আমাকে বল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ লাভ করতে চাই। তিনি বললেন, এটা তো আছেই, আরও কিছু

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

> চাও! আমি বললাম, এটাই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে তোমার এ প্রত্যাশা পূরণের জন্য তুমি বেশি বেশি সেজদা করে তোমাকে সাহায্য কর। [হাদীস নং ১১২২]

সালাত ও ই'তিকাফ মহাকল্যাণ বয়ে আনে। ইমাম মুসলিম رحمه الله বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً ، وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلى المَسْجِدِ ، لا يُخْرِجُهُ إِلا الصَّلاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّتْ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ ، مَا لَمْ يُحْدِث ، تقولُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ
>
> ব্যক্তি ঘরে বা বাজারে সালাত আদায় করার পরিবর্তে জামাতে সালাত আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশি পুণ্যার্জন হয়। তার কারণ, সে যখন উত্তমরূপে অযু করে, অতঃপর মসজিদের দিকে বের হয় এবং তাকে একমাত্র সালাতই বের করে নিয়ে যায়, তার প্রত্যেক কদমে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মুছে দেওয়া হয়। অতঃপর যখন সালাত শুরু করে মুসল্লায় থাকা অবস্থায় আরেকবার হদসগ্রস্ত [অযু নষ্ট] হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে। হে আল্লাহ! আপনি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে রহম করুন। আর যে যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষা করে সে যেন সালাতেই থাকে। [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

সুতরাং, ব্যক্তি যদি সালাতের জন্য মসজিদে গমন করে এবং সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে, তা হলে তার অবস্থা ও মর্যাদার উন্নতি হবে। তা ছাড়া একটু ভেবে দেখা উচিত, দিনরাত মসজিদে অবস্থান করা, ই'তিকাফ করা ও এক সালাতের পর আরেক সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকার বিনিময় কী হতে পারে!

www.QuranerAlo.net

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি বিস্ময় বোধ করি- একজন মুসলিম কীভাবে ই'তিকাফ পরিহার করে! অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমনের পর আমৃত্যু ই'তিকাফ করেছেন।

ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে বিশ রামাদানের সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করতে হবে এবং ঈদের রাতে সূর্যাস্তের পর মসজিদ থেকে বের হবে। যথাসাধ্য শেষ দশকে কদর লাভ করার চেষ্টা করে যেতে হবে, যে রাত হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে পুণ্যের আশায় কিয়াম করবে [সালাত আদায় করবে], তার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। [হাদীস নং ১৯০১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কদরের রাত অনুসন্ধান করতেন এবং তাঁর সাহাবাদেরও তা অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিতেন। রামাদানের শেষ দশকের রাতগুলোতে তাঁর পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন এই আশায়- যেন তাঁরাও কদরের রাত পেয়ে যায় এবং ফযীলতপূর্ণ এ রাত থেকে কোনোক্রমেই বঞ্চিত থেকে না যায়।

একবার আয়েশা رضي الله عنها রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কদরের সন্ধান পেলে কোন দোয়া পড়ব? নবীজী বললেন, তুমি এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল-দয়ালু। ক্ষমাকে আপনি পছন্দ করেন। তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।

[মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ২৫৭৪১]

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

তাওবার সুবর্ণ সুযোগ

সিয়াম পালনকারী ভাই-বোনদের বলছি! আমরা তো একমাত্র মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ ﷻ-রই ইবাদত করি। তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তাঁর দয়া ও রহমত তাঁর ক্রোধের উপর প্রবল। তাঁর ক্ষমা তাঁর শাস্তি অপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী। বান্দার পক্ষ থেকে কোনো পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে, অনুশোচনা করত তাঁর দিকে ধাবিত হওয়াকে তিনি খুব ভালোবাসেন। তা ছাড়া প্রকৃত দ্বীনদার ও খোদাভীরু ব্যক্তির অভ্যাস হচ্ছে- কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে দ্রুত তাওবা করে নেওয়া।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

> তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। আমি প্রতিদিন শত বার তাওবা করি। [হাদীস নং ৩১২৯]

প্রতি রাতে আল্লাহ ﷻ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা দেন। সুতরাং, আমরা যেন মুক্তিপ্রাপ্ত সেসকল লোকের মধ্যে গণ্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি।

পবিত্র রামাদান সেইসব ব্যক্তির জন্য এক মহান ও সুবর্ণ সুযোগ, যারা ইতিপূর্বে সালাতে অবহেলা, অলসতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি করেছে। মনে রাখবেন, মুসলিম ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী হচ্ছে এই সালাত।

রামাদান ধূমপায়ীর জন্য তাওবা করার এক সুবর্ণ সুযোগ। রামাদান আত্মীয়তা ছিন্নকারীর জন্য আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি করার এক মহা সুযোগ।

মনে রাখবেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনের প্রায় ১৯ স্থানে আমাদেরকে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার জন্য আদেশ করেছেন। ৩

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আয়াতে যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

সুতরাং, পরস্পর সাথি-সঙ্গী, ভাই-বন্ধু, পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো মুসলমানের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য কিংবা বিচ্ছিন্নতার ভাব দেখা দিলে দ্রুত তার সমাধান ও সংশোধন করে নেওয়া ঈমানের দাবি। আমাদের পেটকে খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত রাখা যেমন অপরিহার্য, তেমনি এ সকল পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকাটাও আমাদের জন্য অপরিহার্য। রামাদান ওই ব্যক্তির জন্যও এক সুবর্ণ সুযোগ, যে বিগত দিনগুলোতে নিজেকে অবৈধ কাজে জড়িয়ে রেখেছিল। যেমন, অনেকেই হয়তো পূর্বে না-জায়েয জিনিসের ব্যবসা-বাণিজ্য করত, বিড়ি-সিগারেট বিক্রি করত, অশ্লীল ম্যাগাজিন বিক্রি করত, সিনেমা দেখত, গান শুনত, শরীয়ত অসমর্থিত পোশাক-আশাক পরিধান করত ইত্যাদি আরও বিভিন্ন ধরনের কোনো না কোনো অবৈধ কাজে জড়িত ছিল।

তাদের বলুন, তারা যেন এসব থেকে ফিরে আসে, তাওবা করে। আল্লাহ ﷻ অনু-পরমাণুরও হিসাব রাখেন। সবকিছুই আমলনামায় সংরক্ষণ করেন।

তাদেরকে একথাও জানিয়ে দিন- অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেসকল লেনদেন যা অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করে, তা কেবল জাহান্নামের আগুনকেই উত্তপ্ত করে। তাদেরকে মনে রাখতে হবে- কিয়ামতের দিন এসবের জওয়াব না দিয়ে এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। আপন জায়গা থেকে একচুলও নড়তে পারবে না। কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে- সম্পদ কীভাবে কোন উৎস থেকে উপার্জন ও সঞ্চয় করেছ এবং কোন খাতে কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছ?

পবিত্র রামাদান আমাদের সকলের জন্যই অন্তরকে গুনাহ মুক্ত করার এক সুবর্ণ সুযোগ।

আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এই আশংকা করা যায় যে, আমাদের গুনাহও আমাদের সঙ্গে আমাদের কবরে যাবে। বহু গুনাহ হয়তো

www.QuranerAlo.net

Compressed with PDF Compressor by DLM Inf

আমরা কবরে চলে যাওয়ার পরও জীবন্ত ও চলমান থেকে যাবে। সে গুনাহের একটা অংশ নিয়মিত আমাদের কবরে পৌঁছতে থাকবে। যার ফলে আমাদেরকে মন্দ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

মনে রাখবেন, কোনো নিষিদ্ধ বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করে অপরাধের সহযোগিতা করা, অনৈতিক কানেকশন সেন্টার খোলা, অশালীন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ক্রয়-বিক্রয় করা, নেশাযুক্ত পানীয় ও তামাকজাত পণ্য ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা- এ সবই অপরাধ।

জেনে রাখা ভালো- অপরাধে সহযোগিতা করা অপরাধ করারই নামান্তর। কেউ কাউকে অন্যায় ও কু-পথের পরামর্শ দিলে পরামর্শদাতাও সে অপরাধের সমান ভাগীদার হবে।

আবু হামেদ ইমাম গাযালী رحمه الله বলেন, ওই ব্যক্তির জন্য খুশির সংবাদ, যে মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে তাঁর গুনাহগুলোও মারা যায়। আর দুঃসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে মৃত্যুবরণ করার পরও তার গুনাহগুলো থেকে যায়। শত বছর, শত শত বছর বা তার চাইতেও অধিক সময়কাল যাবত জীবন্ত থেকে যায়। এ কারণে তার কবরে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিয়ামতের দিন তাকে এ সকল গুনাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

> إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾
>
> আমিই মৃতদের জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। [সূরা ইয়াসীন : ১২]

তবে আল্লাহ ﷻ-র অনুগ্রহ ও অনুকম্পা থেকে আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তাঁর রহমতের দরজা সবার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। তাই দোয়া করি- জান্নাতের দরজাসমূহ প্রত্যেক মুমিনের জন্যই উন্মোচিত হোক; জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ হোক।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

যিনি রামাদান পেয়ে আমল করে, আল্লাহ ﷻ-র অনুগ্রহ লাভ করে নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করাতে পারেন, নিজের অন্যায় ক্রিয়াদি সংশোধন করে নিতে পারেন, তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ.

ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যে রামাদান পেয়েও নিজের পাপরাজি ক্ষমা করাতে পারল না। [সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৬৬৭৫]

সওম পালনকারী ভাই-বোনদের বলছি! এই মহান পুণ্যময় মাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে- এ মাসে মানুষকে অধিক হারে আল্লাহ ﷻ-র দিকে আহ্বান করা; কল্যাণের উপদেশ দেওয়া। দেখবেন, বহু মানুষ আপনাদের প্রচেষ্টায় তাদের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরে আসছে। ভালো ও পুণ্যময় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টা করছে। অনেককে দেখবেন, সর্বশক্তি দিয়ে পুণ্যকর্মে লেগে গেছে। রামাদানের পূর্বে যেসকল অন্যায়-অপকর্ম ও গুনাহের কাজ করত, সেসব থেকে বহু বহু দূরে অবস্থান করছে। অতএব, আসুন! আমরা সকলেই এ মহান সুযোগটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।

কত অবাধ্য ও না-ফরমান মানুষ এই মাসে মহান আল্লাহ ﷻ-র দরবারে তাওবা করে ভালো হয়ে যায়! সুপথে ফিরে আসে! কারণ, কেউ হয়তো তাদেরকে কুরআনের দু'একটি আয়াত শুনিয়েছে অথবা কোনো একটি উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যার ফলে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেছে।

ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে কাউকে হেদায়েত দান করেন, তা হলে এটা তোমার জন্য একটি লাল উটের চেয়েও শ্রেয়। [হাদীস নং ৬৩৭৬]

তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, সকল পশুপাখি, সমুদ্রের মৎসরাজি এমনকি গর্তের পিপীলিকাসহ সবকিছুই মানুষকে উত্তম ও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। [হাদীস নং ২৬৮৫]

হতে পারে আল্লাহ -র দিকে আহ্বানকারীর একটি সাধারণ বাক্য একজন মানুষের সংশোধন ও সৎপথ প্রাপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যাবে।

'আত-তাওয়াবীন' নামক গ্রন্থে ইমাম ইবনে কুদামা رحمه الله আবদুল ওয়াহিদ এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, আমরা একটি সমুদ্র জাহাজে ছিলাম। বাতাস আমাদেরকে একটি উপদ্বীপে নিক্ষেপ করল। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম- সে পাথরের পূঁজা করছে। আমরা তাকে বললাম, ওহে! তুমি কার উপাসনা করছ? সে পাথরের দিকে ইশারা করল।

আমরা বললাম, এটা উপাসনার উপযুক্ত কোনো প্রভু নয়।

সে বলল, তা হলে তোমরা কার উপাসনা কর?

আমরা বললাম, এক আল্লাহর।

সে বলল, আল্লাহ আবার কী?

আমরা বললাম, আকাশে যাঁর আসন; সমস্ত জগতে যাঁর রাজত্ব; জীবন-মরণ যাঁর নির্দেশে।

সে বলল, তোমরা তাঁর পরিচয় পেলে কীভাবে?

আমরা বললাম, মহান আল্লাহ عز وجل আমাদের নিকট তাঁর একজন দূত পাঠিয়েছেন। একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সে সম্পর্কে অবগত করেছেন।

সে বলল, রাসূল এসে কী করেছেন?

www.QuranerAlo.net

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা বললাম, তিনি রিসালাত [তাঁর যে দায়িত্ব ছিল] প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ ﷻ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

সে বলল, তা হলে তোমাদের কাছে কি তিনি কোনো নিদর্শন রেখে গেছেন?

আমরা বললাম, হাঁ; তিনি আমাদের কাছে আল্লাহ ﷻ-র কালাম রেখে গেছেন।

সে বলল, দেখাও তো দেখি আল্লাহ ﷻ-র কালাম। রাজাধিরাজের কালাম তো সুন্দর হওয়ার কথা।

আমরা তাকে কুরআনের একটি কপি বের করে দেখালাম। সেখান থেকে একটি সূরা তিলাওয়াত করতে শুরু করলাম। তিলাওয়াত করতেই থাকলাম আর সে কাঁদতেই থাকল। এক সময় সূরা শেষ হল।

সে বলল, এই বাণীর মালিকের অবাধ্য হওয়া উচিত নয়- এ বলে সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। আমরা তাকে আমাদের সাথে নিয়ে এসে ইসলামের বিধি-বিধান ও কুরআনের কয়েকটি সূরা শিক্ষা দিলাম।

এক সময় রাতের গভীর অন্ধকার যখন আমাদের ছেয়ে ফেলল, আর আমরা ইশার সালাত আদায় করে ঘুমের প্রস্তুতি নিতে লাগলাম, তখন সে আমাদের কাছে এসে বলল- ওহে লোকসকল! যে প্রভুর পরিচয় তোমরা আমাকে দিয়েছ, তিনি কি ঘুমান?

আমরা বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! তিনি তো মহান! মহাপরাক্রমশালী! তিনি কখনও ঘুমান না। এক মুহূর্তের জন্যও না। এমনকি তন্দ্রাও তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না।

সে বলল, কত নিকৃষ্ট অনুসারী তোমরা! তোমাদের প্রভু সদা জাগ্রত থাকেন আর তোমরা তাঁকে রেখে ঘুমিয়ে পড়!

অতঃপর আমরা আমাদের সাথিদের কাছে পৌঁছে বললাম, এ তো সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার তো কিছু জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। এরপর আমরা কিছু রৌপ্যমুদ্রা একত্র করে তার হাতে দিলাম। এগুলো দেখে সে বলল, এসব কী?

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আমরা বললাম, তুমি তোমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খরচ করো।

সে সবিস্ময়ে বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! তোমরা আমাকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছ, যে পথে তোমরা নিজেরাই চল না। আমি তো সমুদ্র উপকূলে তাঁকে [আল্লাহকে] ছেড়ে নিষ্প্রাণ পাথরের পূজা করতাম। তখনও তিনি আমার কোনো ক্ষতিসাধন করেননি। আর এখন যখন আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি, তখন কি তিনি আমার কোনো ক্ষতি করবেন?

কিছুদিন পর শুনতে পেলাম সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমি তার কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি কোনো চাহিদা বা প্রয়োজন আছে?

সে বলল, আমার সকল চাহিদা ও প্রয়োজন সেই সত্তা পূরণ করে দিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে [আমার হেদায়েতের জন্য] এই উপকূলে নিয়ে এসেছেন।

মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সততা, তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্র-আদর্শের দিক বিবেচনায় রাসূলুল্লাহর মতো আর কেউ নেই। তিনি সর্বত্র সবসময় সবাইকে আল্লাহ ﷻ-র দিকে আহ্বান করতেন। যে তাঁকে ভালোবাসত এবং যে তাঁকে ঘৃণা করত সকলকেই দ্বীনের প্রতি আহ্বান করতেন। তদ্রূপ যে তাঁর উপকার করত এবং যে তাঁর ক্ষতিসাধন করত সকলকেই দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিতেন। তিনি কেবল সমাজপতি, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ক্ষমতাবান লোকদের সাথে ওঠা-বসা করতেন না, বরং ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র, ভৃত্য-মনিব সকলের সঙ্গেই চলাফেরা করতেন; সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন; সকলের সাথেই ওঠা-বসা করতেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আমরা যেন কেউই এই মহান সুযোগ হাতছাড়া না করি। কোনো ব্যবসায়ী যদি তার ব্যবসার কারণে, কোনো অভিনেতা যদি তার অভিনয়ের কারণে, কোনো গায়ক যদি তার গান চর্চার কারণে এই মহান সুযোগটি উপেক্ষা করেও, তা হলেও কিন্তু

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

তাদেরকে সুপরামর্শ ও সঠিক পথ-নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগটি হাতছাড়া করা আমাদের কারো জন্যই উচিত হবে না।

তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে সাধারণ একটি বাক্য উচ্চারণ করুন, সাদাসিধেভাবে দ্বীনের সঠিক দাওয়াতটি তাদের কাছে পৌঁছে দিন, হতে পারে আপনার এই সাদাসিধে ও সরল উচ্চারণের কারণে আল্লাহ ﷻ তাদের অন্তর্চক্ষু খুলে দিবেন। হেদায়েতের জন্য তাদের বক্ষকে উন্মোক্ত করে দিবেন।

দয়াময় আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রার্থনা- তিনি যেন আমাদের সকলকে এই মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করার তাওফীক দান করেন; আমাদের নিজেদের হেদায়েত দান করেন; অন্যদের সৎ পথে আহ্বানকারী ও হেদায়েতের পথে দাওয়াতদানকারীরূপে কবুল করেন। আমীন।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

সওমের কিছু বিধি-বিধান

প্রিয় পাঠক! সর্বশেষ সওম সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

প্রথম মাসআলা

* সওম বলা হয়- ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সওমের নিয়তে ঐচ্ছিকভাবে এমনসব ক্রিয়াকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা, যেগুলো সওমকে বিনষ্ট করে দেয়। [অর্থাৎ খাদ্য পানীয় ও যৌনচাহিদা পূরণ করা বা রতিবিলাস থেকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিরত থাকা]

* যে ব্যক্তি শরয়ী কোনো ওজর ছাড়াই সওম ভঙ্গ করে ফেলল, সে একটি মারাত্মক ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে উম্মতকে যথাযথই বলে গেছেন, যা তিনি স্বপ্নযোগে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। [দীর্ঘ এক হাদীসের এক পর্যায়ে তিনি বলেন–]

ثُمَّ انْطَلَقَا بِيْ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قُلْتُ : مَنْ هَاؤُلَاءِ ؟ ! قَالَ : هَاؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَفْطُرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

অতঃপর ওই দুই জন [জিবরীল ও মিকাঈল ﷺ] আমাকে নিয়ে সামনে চলল। চলতে চলতে আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদেরকে হাঁটুর উপর ঝুলিয়ে উল্টো করে রাখা হয়েছে এবং তাদের ক্ষতবিক্ষত চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? উত্তর এল, এরা ওই সমস্ত লোক, যারা সওম পালন করত না এবং সময়ের পূর্বেই সওম ভেঙ্গে ফেলত। [সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৭৪৪৮]

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

* সওম- প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর একটি আবশ্যকীয় বিধান। অতএব, যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং সফররত নয়, মাসিক ঋতুস্রাব বা সন্তান জন্মদান পরবর্তী স্রাব দ্বারা বাধাপ্রাপ্তা নয়, বরং পরিপূর্ণ সুস্থ ও সক্ষম, সেসকল নারী-পুরুষের উপর সওম পালন করা ফরয।

তারা নিজেরা সওম পালন করবে এবং পরিবারের শিশুদের ধীরে ধীরে সওম পালনে অভ্যস্ত করে তুলবে।

বুখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে রুবাইয়্যি বিনতে মুআওবিয রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা আমাদের শিশুদের সওমের অনুশীলন তথা সওম পালনে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করতাম। যখন তারা খাবারের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দিত, তখন আমরা তাদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের হাতে খেলনা তুলে দিতাম। ফলে ইফতারের সময় হওয়া পর্যন্ত তারা খেলাধুলায় নিমগ্ন থাকত।

* দৈহিক পীড়াগ্রস্থ, পাগল ও অচেতন ব্যক্তির উপর সওম আবশ্যক নয়।

* সিয়াম পালনকারী যদি দিনের বেলায় কিছু সময় জ্ঞান হারিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তা হলে তার অবশিষ্ট সময়ের সওম বাতিল হবে না। কারণ, সে অসুস্থতাবশত জ্ঞান হারিয়েছে। অপরদিকে সে তো সওম পালনের উদ্দেশ্যে রাতের বেলা ফজরের পূর্বেই নিয়ত করে নিয়েছিল। সুস্থ থাকলে সওম রাখতও বটে।

মৃগী রোগে আক্রান্ত বা উন্মাদ ব্যক্তির ব্যাপারেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য।

* ফরয ও ওয়াজিব সওমের জন্য রাতের বেলা তথা সুবহে সাদিক উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বেই সওমের নিয়ত করে নেওয়া সওম বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত। অন্যথায় সওম কাযা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ (أَيْ يَنْوِهِ) مِنَ اللَّيْلِ.

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

যে ব্যক্তি রাতের বেলা, ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বেই সওমের নিয়ত পাকা না করবে, তার সওম বলতে কিছু নেই। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৫৫]

আয়েশা সিদ্দীকা ﵂ বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে বললেন, ঘরে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি? আমি বললাম, জি না; নেই। একথা শুনে তিনি বললেন, তা হলে আজ আমি সওম রেখে দিলাম।

রামাদান ছাড়া অন্যান্য সুনির্দিষ্ট দিনের সওমের ক্ষেত্রে রাতে নিয়ত করে নেওয়াই নিরাপদ ও উত্তম। যাতে সারা দিন সওম পালনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান লাভ করা যায়।

দ্বিতীয় মাসআলা

* শরীয়তে কয়েক প্রকার সওম পালনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অপরিহার্য। আবার কয়েক প্রকার সওম পালনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অপরিহার্য নয়। যেসকল সওমের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অপরিহার্য, সেগুলো হচ্ছে- রামাদানের সওম, 'কতলে খাতা' তথা ঘটনাক্রমে ভুলবশত কাউকে হত্যা করে ফেললে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দুই মাসের ধারাবাহিক সওম, যিহারের সওম [যিহার : স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তাকে বলা, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত নিষিদ্ধ], রামাদান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফফারার সওম, মানতের সওম।

* যেসকল সওম পালনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অপরিহার্য নয়, সেগুলো হচ্ছে- রামাদানের কাযা সওম, হজ্জে দম আদায় করতে না পারায় হাজীর উপর আবশ্যকীয় দশটি সওম, কসম ভঙ্গের কাফফারার তিন সওম, ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করার দরুন আবশ্যক ওয়াজিব সওম।

* মুস্তাহাব বা নফল শ্রেণির সওমসমূহ ফরয সওমের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন, আশুরার সওম, আরাফার সওমসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিনসমূহের সওম।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

* শুধু জুমার দিনকে সওম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কেউ যদি পূর্ব থেকেই একদিন পর পর কিংবা অন্যকোনো নিয়মে নিয়মিত সওম পালন করে আসেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় জুমার দিন সওমের পালা আসে, তা হলে তার জন্য তাতে কোনো সমস্যা নেই। নিষেধাজ্ঞা শুধু ওই ব্যক্তির জন্য, যিনি শুধু জুমার দিনকে সওমের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। বুখারীর এক হাদীসে নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

فَمَنْ أَرَادَ صَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَصُمْ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

যদি কেউ জুমার দিন সওম পালনের ইচ্ছা করে, সে যেন তার আগে পরে আরেকটি সওম রেখে নেয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৬০]

* দুই ঈদের দিন এবং 'আইয়ামে তাশরীক' তথা কুরবানীর ঈদের পর তিন দিন অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ ই জিলহজ সওম পালন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

তৃতীয় মাসআলা

* মুসাফিরের জন্য মাহে রামাদানে সওম না রাখার অবকাশ রয়েছে। চাই সে সওম রাখতে সক্ষম হোক বা অক্ষম; সওম রাখা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হোক বা না হোক। [তবে সম্ভব হলে সওম রেখে নেওয়াই উত্তম।]

* মুসাফির ব্যক্তি যদি [সওম না-রাখা অবস্থায়] রামাদানের দিনে সফর থেকে ফিরে এসে নিজ এলাকায় প্রবেশ করে, তা হলে তার জন্য খাদ্য-পানীয় গ্রহণের অবকাশ আছে, তবে রামাদানের মহত্ত্ব ও পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রেখে দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু পানাহার থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

* সওম পালনে সক্ষম নয় অথবা সওম পালন করা দুঃসাধ্য- এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সওম ভেঙ্গে ফেলার অবকাশ আছে। তবে অসুস্থ হয়ে পড়বে অথবা ক্লান্ত হয়ে যাবে- শুধু এই আশঙ্কায় কারও জন্য সওম ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি নেই।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Info

* যে পীড়িত ও রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য লাভের আশা রাখে, সে আরোগ্যলাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আরোগ্য লাভ করার পর ছুটে যাওয়া সওমসমূহ কাযা করে নিবে।

* দীর্ঘস্থায়ী পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি, যে আরোগ্য লাভের আশা রাখে না অথবা এমন অতিশয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যাদের পক্ষে সওম পালন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, তাদের কর্তব্য হল সওমের ফিদয়া আদায় করে দেওয়া। [ফিদয়া আদায়ের একটি পদ্ধতি হল, প্রত্যেক সওমের পরিবর্তে একজন গরিব-মিসকিনকে দুই বেলা আহার করিয়ে দেওয়া] এক্ষেত্রে ফিদয়া আদায়কারী ব্যক্তিবর্গ ইচ্ছা করলে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে অথবা মাস শেষে ত্রিশজন মিসকীনকে একসঙ্গে খাবার খাওয়াতে পারবেন।

* যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে সওম রাখতে পারেনি, অতঃপর আরোগ্য লাভ করেছে এবং সওম পালনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অবহেলা ও অলসতাবশত সওম পালন করেনি এবং এরই মধ্যে তার মৃত্যু ঘটেছে, তা হলে এক্ষেত্রে তার ওয়ারিছরা উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক সওমের পরিবর্তে একজন করে মিসকিনকে [দুই বেলা] খাবার খাইয়ে দিবে।

* অতিশয় বৃদ্ধ দুর্বল এবং সওম পালনে অক্ষম কিন্তু সুস্থ- এমন ব্যক্তি প্রত্যেক সওমের পরিবর্তে একজন করে মিসকিনকে আহার করাবে। কারণ, মানুষ অতিশয় বৃদ্ধ ও সওম পালনে অক্ষম হয়ে পড়লে শুধু মিসকীনকে আহার করানোই যথেষ্ট। তবে যদি অবস্থা এমন হয় যে, কখনও সুস্থ থাকে কখনও অসুস্থ থাকে, তা হলে যখন সুস্থ থাকবে তখন সওম পালন করবে। অবশ্য এক্ষেত্রেও যদি সওম পালনের কারণে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, তা হলে সওম পালন করবে না।

চতুর্থ মাসআলা

* শেষ রাতে সাহরী গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ফজরের আযানের কমপক্ষে ১০ মিনিট পূর্ব থেকেই খাদ্য-পানীয় গ্রহণ ও সওমের

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

প্রতিবন্ধক যাবতীয় কার্যক্রম পরিহার করবে। আযান শুরু হয়ে গেলে একদম বিরত থাকবে।

* সওম পালনকারীর জন্য সূর্যাস্তের সময় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ইফতার করে নেওয়া মুস্তাহাব। কেউ যদি ইফতার করার মতো কিছু না পায়, তা হলে মনে মনে ইফতার করার নিয়ত করে নেবে।

* শরয়ী কোনো ওজরের কারণে কেউ যদি রামাদানের সওম রাখতে সক্ষম না হয়, তা হলে তার জন্য দিনের বেলা পানাহার করতে অসুবিধা নেই। তবে তার কর্তব্য হল, প্রকাশ্যে পানাহার থেকে বিরত থাকা। যাতে কারও মনে তার প্রতি বিরূপ ধারণার সৃষ্টি না হয়।

পঞ্চম মাসআলা

* খাদ্য ও পানীয় এবং খাদ্য ও পানীয়ের মতো আরও যেসকল বস্তু মৌখিকভাবে গ্রহণ করা হয়, যেমন ওষুধপত্র ইত্যাদি, এগুলো সওম ভেঙ্গে দেয়।

নিউজিয়েন্ট পুষ্টিদায়ক ইঞ্জেকশন, ইন্ট্রাভেনাস ফিডিং ইঞ্জেকশন এবং ওই সকল বস্তু, যেগুলো খাদ্য ও পানীয়ের স্থলাভিষিক্ত নয় বরং শুধু ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবায় ব্যবহার করা হয়, যেমন পেনিসিলিন ইনসুলিন ও ইঞ্জেকশন- এসব ব্যবহারের দ্বারা সওম নষ্ট হয় না। এগুলো বাহু কিংবা নিতম্ব যেখানেই পুশ করা হোক না কেন। তবে উত্তম ও তাকওয়ার দাবি হচ্ছে- এসকল বস্তু দিনের বেলায় ব্যবহার না করে রাতের বেলায় ব্যবহার করা।

* ডায়ালাইসিস করার দ্বারা সওম নষ্ট হয়ে যায়। ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়ায় বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পরিশোধনের জন্য রোগীর শরীর থেকে রক্ত টেনে বের করা হয়। অতঃপর সেই রক্তের সাথে বিভিন্ন হিপারিন ক্যামিক্যাল, নিউকিয়েন্ট যথা চিনি লবণ ইত্যাদি মিশিয়ে আবারও তা রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়। ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ফতোয়া বোর্ড সৌদী আরব [আল-লাজনাতুত দায়েমাহ] এর স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কিডনি ডায়ালাইসিস করলে সওম ভেঙ্গে যাবে।

www.QuranerAlo.net

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

* যেসকল ইনহেলার থেকে পদার্থ বের হয়ে গলার ভিতর প্রবেশ করে, সেসকল ইনহেলার ব্যবহার করলে সওম ভেঙ্গে যাবে।

* চোখ ও কানে ড্রপ ব্যবহার করলে এবং দাঁত উঠানো ও দাঁতের চিকিৎসা গ্রহণ করলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না।

* মিসওয়াক ও টুথব্রাশ ব্যবহার করলে সওম নষ্ট হয় না। তবে শর্ত হল, গলার ভেতর কোনো কিছু প্রবেশ করতে পারবে না। সামান্য পরিমাণও কিছু গলার ভিতর চলে গেলে সওম নষ্ট হয়ে যাবে।

* বিভিন্ন ধরনের ক্রিম, যেগুলো দেহের ত্বক শুষে নেয়, সেগুলো ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।

* কেউ যদি সওম অবস্থায় ভুলবশত দিনের বেলা কোনো কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলে, তা হলে স্মরণ হওয়ার পর ইচ্ছাকৃত আর কিছু খাবে না; বরং সওম পূর্ণ করে নেবে। এজন্য সওমের কাযাও করতে হবে না। এটা আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে সওম পালনকারীর উপর এক বিশেষ অনুগ্রহ; তিনি তাকে খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং এই ভুলের কারণে কোনোরূপ জবাবদিহিতা বা কাযা করা আবশ্যক করেননি।

* কেউ যদি কোনো সওম পালনকারীকে দিনের বেলায় ভুলবশত আহার করতে দেখে, তা হলে তার নৈতিক দায়িত্ব হল তাকে খাবার গ্রহণে বাধা দেওয়া এবং তার সওমের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা মায়িদা : ২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমন ভুলে যেতে পারি। আমি যদি ভুলে যাই, তা হলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। [সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৪০১]

* অন্যের জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনন্যোপায় হয়ে কারও যদি সওম ভাঙ্গার প্রয়োজন হয়, তা হলে তার জন্য সওম ভাঙ্গার অবকাশ আছে। তবে পরবর্তীতে তা কাযা করে নিবে।

* রামাদানের সওম অবস্থায় কেউ যদি ইচ্ছাকৃত স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গো সহবাস করে, তা হলে তার সওম নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য তার উপর আবশ্যক হচ্ছে- অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ ﷻ-র দরবারে খাঁটি দিলে তাওবা করা এবং ইফতারের আগ পর্যন্ত দিনের অবশিষ্ট সময়টুকুতে নিজেকে সবকিছু থেকে বিরত রাখা। অতঃপর রামাদানের পর উক্ত সওমের কাযা ও কাফফারা উভয়টিই আদায় করা। এ বিধানটি স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গো সহবাস, যিনা-ব্যভিচার, অবৈধ যৌন সম্ভোগসহ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং পুরুষ-নারী উভয়েরই কাযা-কাফফারা আদায় করতে হবে।

* জুনুবী তথা গোসল ওয়াজিব হওয়া অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হলে সওমের কোনো ক্ষতি হবে না। তদ্রূপ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আদ্রতা দেখলেও কোনো ক্ষতি হবে না। অবশ্য কেউ যদি ইচ্ছাকৃত দিনের বেলায় হস্তমৈথুন করে, তা হলে তার সওম ভেঙ্গো যাবে এবং উক্ত সওমের কাযা করতে হবে। সহবাসের পর জুনুবী অবস্থায় এবং হায়েয-নেফাস বন্ধ হওয়ার পর গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ফজর পর্যন্ত গোসলে বিলম্ব করার অবকাশ আছে, তবে ফজরের সালাতের জন্য গোসল করে পবিত্র হয়ে নেওয়া আবশ্যক। যাতে পুরুষগণ ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করতে পারেন আর নারীগণের যেন ফজর কাযা না হয়ে যায়। [লাজনা দায়েমা- ১৫/২৭৮]

* ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করা; কেউ যদি স্বেচ্ছায় মুখে আঙ্গুল দিয়ে কিংবা পাকস্থলি উগলিয়ে বমি করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো কাজ বা আচরণ করে, যাতে বমি হয়ে যায়, তা হলে তার সওম নষ্ট হয়ে যাবে।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

ঋতুবতী ও প্রসূতি হওয়া

ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বে তথা সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আগেই যদি কোনো প্রসূতি বা ঋতুবতী নারীর রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে সওমের নিয়ত করে নেয়, কিন্তু ফরয গোসল সম্পন্ন করার পূর্বেই ফজর উদ্ভাসিত হয়ে যায় বা ফজরের আযান দিয়ে দেয়, তা হলে তার সওমের কোনো ক্ষতি হবে না।

* কোনো নারী যদি ওষুধের মাধ্যমে হায়েয বন্ধ করে রাখে এবং সওম পালন করতে থাকে, তা হলে তার সওম বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ওষুধ ব্যবহার করে রক্ত বন্ধ না করাটাই তার স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম।

* কোনো প্রসূতি নারীর যদি ৪০ দিনের পূর্বেই রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে সে-ও সওম পালন করবে। গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে এবং নিয়মিত সালাত আদায় করতে শুরু করবে।

* কোনো গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারিণী নারী যদি সওম পালন করতে গিয়ে নিজের উপর বা দুগ্ধপোষ্য শিশু কিংবা গর্ভস্থিত ভ্রূণের ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা করে, তা হলে তার জন্য সওম না রাখার অবকাশ আছে। তবে পরবর্তীতে কাযা করে নিবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

> إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ .
>
> আল্লাহ সিয়াম পালনকারী মুসাফিরের জন্য বিধান সহজ করে দিয়েছেন। সালাতকে অর্ধেক করে দিয়েছন। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী নারীদের উপর বিধান হালক করে দিয়েছেন। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৭১৫]

সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য দিনের বেলা মিসওয়াক করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং ঘ্রাণ শোঁকা ও সুগন্ধি তেল ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই। তদ্রূপ শ্বাসের সাথে মুখের ভেতর ধোঁয়া চলে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

রামাদানের সতর্কবার্তা

পরিশেষে সওম বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু সতর্কবাণী উল্লেখ করছি–

* গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী কোনো কোনো নারী বিনা প্রয়োজনে সওম ছেড়ে দেন। সওম রাখলে যদি তার খুব বেশি কষ্ট না হয়, অথবা সওম যদি তার বা তার সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি না করে, কিংবা কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক যদি সওম রাখা তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে মন্তব্য না করেন, তা হলে তার জন্য সওম ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি নেই।

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী তাড়াতাড়ি ইফতার করতে চান না। এটা ঠিক নয়। সুন্নাত হল, ইফতারের সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর দেরি না করে তাড়াতাড়ি ইফতার করে ফেলা। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ.

মানুষ যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততদিন তারা মঙ্গলের পথে থাকবে। [সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ৬৯৯]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

بَكِّرُوْا بِالْإِفْطَارِ وَ أَخِّرُوْا السَّحُوْرَ.

তোমরা ইফতার তাড়াতাড়ি করো এবং সাহরী দেরি করে খেয়ো। [মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ২৭৩৫]

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী আযান শোনা সত্ত্বেও সতর্কতাস্বরূপ আযান শেষ হওয়ার পর ইফতার করেন। এটাও ঠিক নয়। সময় হয়ে যাওয়ার পর অবিলম্বে ইফতার করে ফেলুন।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

* অনেকে রামাদান আসার পূর্বে ইবাদতে অলসতা করেন। রামাদান এলে তাওবা করেন, সালাত আদায় করেন, সওম পালন করেন এবং আল্লাহ ﷻ-র সাথে তাদের সম্পর্ক সংশোধন করে নেন। এটা ভালো। খুবই ভালো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, রামাদান চলে যাওয়ার পর তারা আবারও ইবাদতে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে শুরু করেন এবং নানা পাপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। অথচ প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, রামাদানে এবং রামাদান ছাড়া অন্যান্য সময়েও রবের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের মর্জি মোতাবেক চলা। মনে রাখবেন, আল্লাহ ﷻ কিন্তু সবসময় সবখানে সবার সব খবর রাখেন।

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী রামাদানের ফযীলত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে রামাদানকে বছরের অন্যান্য মাসের মতো গণ্য করেন। অন্যান্য মাসের মতোই একে বরণ ও গ্রহণ করেন। এটা ঠিক নয়। রামাদান ও অন্যান্য মাসের মাঝে বিস্তর ফারাক। রামাদানে যেকোনো নেক আমলের সাওয়াব অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি। এ মাস জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রামাদানের সওম পালন করবে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

রামাদান এলে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। [মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ৮৯০১]

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেন। যেমন, এভাবে বলে–

نَوَيْتُ الصِّيَامَ.

আমি সওমের নিয়ত করলাম।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

এটা বিদআত। কারণ, নিয়তের স্থান হল কলব। তাই মুখে উচ্চারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে মুখে নিয়ত করার কথা বর্ণিত নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসলমানদের ইজমার দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা ওয়াজিব নয়। অবশ্য সাধারণ মুসলমানরা যদি মুখে নিয়ত উচ্চারণ করে, তা হলে এ কারণে তাদের সওমের কোনো ক্ষতি হবে না। [আল ফাতাওয়া- ২৫/২৭৫]

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী সওমের প্রতি আগ্রহ রাখেন বটে, কিন্তু সালাত ছেড়ে দেন অথবা শুধু রামাদান মাসেই সালাত পড়েন। রামাদান শেষ হয়ে গেলে তার সালাতও শেষ হয়ে যায়। অনেকে শুধু রামাদানের প্রথম দিকে সালাত পড়েন। তারপর দিন যতই যেতে থাকে, সালাতের প্রতি তার উদাসীনতা ততই বাড়তে থাকে। রামাদান চলে গেলে সালাতের প্রতি তার অবহেলার সীমা থাকে না।

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী সওম ভেঙ্গে যাবে মনে করে থুথু গিলেন না। ফলে থুথুর কারণে তার কষ্ট হয়। অথচ সঠিক কথা হচ্ছে, থুথু গিলাতে কোনো সমস্যা নেই, তা যতবারই আসুক। মসজিদের ভিতরে ও বাইরে একই হুকুম। তবে যদি কারও গাঢ় কফ আসে, তা হলে সেটা গিলা যাবে না। বরং তা রুমাল টিস্যু বা এ জাতীয় কিছুতে নিয়ে নিবে এবং নেওয়ার সময় এমনভাবে শব্দ করবে না, যাতে পাশের মানুষের কষ্ট হয়।

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী সওম অবস্থায় মিসওয়াক করেন না। তারা মনে করেন, মিসওয়াক করলে সওম ভেঙ্গে যাবে। অথচ এ ধারণা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

যদি আমার উম্মতের উপর বেশি কষ্টের আশঙ্কা না করতাম, তা হলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৩]

www.QuranerAlo.net

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম বুখারী رحمه الله বলেন, এখানে নবীজী ﷺ সিয়াম পালনকারী ও অন্যের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি।

শায়খ ইবনে উসাইমিন বলেন, মিসওয়াক করলে সওম ভঙ্গ হয় না। বরং সিয়াম পালনকারী ও সিয়াম পালনকারী নয়- উভয়ের জন্যই সব সময় দিনের শুরুতে ও শেষে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

তবে আজকাল পুদিনা পাতা বা লেবুর স্বাদযুক্ত যে মিসওয়াক পাওয়া যায়, তা দিয়ে মিসওয়াক করা জায়েয হবে না। কারণ, তাতে মিসওয়াক ছাড়াও অন্য জিনিসের স্বাদ যুক্ত থাকে, যা পেটে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সংশোধন করা জরুরি

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী ঘুমিয়ে থেকে যোহর-আসরের সালাত কাযা করে ফেলেন। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾﴾

অতএব, দুর্ভোগ সেসব নামাযীর জন্য; যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর। [সূরা মাউন : ৪-৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন সালাত সর্বোত্তম? তিনি বলেছিলেন–

الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ عَلَى أَوَّلِ وَقْتِهَا

সময়মতো সালাত। অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে- ওয়াক্তের শুরুতে সালাত। [সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫২৭]

কেউ কেউ রামাদানের দিনগুলো কাটিয়ে দেন ঘুমে আর অবহেলায় আর রাতগুলো কাটান [অপ্রয়োজনীয় কাজে] জেগে থেকে। অথচ এ অল্প ক'টি দিন আনুগত্যকারীদের আনুগত্য ও অবহেলাকারীদের অবহেলার সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।

* যারা বার্ধক্যের কারণে বা ভালো হওয়ার আশা নেই এমন কোনো রোগের কারণে সওম রাখতে সক্ষম নন, তাদের জন্য জরুরি হচ্ছে-

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Info

প্রত্যেক সওমের বিনিময়ে [ফিদয়াস্বরূপ] একজন মিসকিনকে [দুই বেলা] আহার করানো।

কিন্তু যে ভুলটা তাদের অনেকে করেন, তা হচ্ছে- তাদের যে সওমগুলো এখনও ছুটেনি বরং সামনের দিনগুলোতে ছুটবে, সেগুলোরও ফিদয়াস্বরূপ মাসের শুরু থেকেই মিসকিনকে আহার করানো শুরু করে দেন। এ পদ্ধতি ভুল। কারণ, ফিদয়ার [আহার করানোর] সময় হল সওম ছুটে যাওয়ার পর, সওম ছুটে যাওয়ার আগে নয়।

এমন ব্যক্তি চাইলে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে পারেন কিংবা মাসের শেষদিনে অথবা মাস শেষ হওয়ার পর ৩০ জন মিসকিনকে একসঙ্গে খাবার খাওয়াতে পারেন। যেমনটা আনাস ﵁ বার্ধক্যের কারণে সওম রাখতে অক্ষম হয়ে যাওয়ার পর করেছিলেন।

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী ইফতারের সময় দোয়া করার ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। অথচ সুন্নাত হল- ইফতারের সময় দোয়া করা। কারণ, এর অনেক ফযীলত রয়েছে। আর আমরা তো জানিই, সওম পালনকারীর দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَ دَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ.

তিন প্রকার দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। [১] পিতার দোয়া। [২] সওম পালনকারীর দোয়া। ও [৩] মুসাফিরের দোয়া। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১০৭০৮]

ইফতারের পর এ দোয়া পড়া সুন্নাত–

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ ثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

পিপাসা মিটে গেল, শিরাউপশিরা সতেজ হল, সওমের সাওয়াব প্রাপ্তির খাতায় লেখ হবে ইনশা আল্লাহ। [আবু দাউদ : হাদসী নং ২৩৫৯]

* কোনো কোনো সওম পালনকারিণী সওম ভেঙ্গে যাবে এই আশঙ্কায় খাবারের স্বাদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। সওম অবস্থায়

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

খাদ্য চেখে দেখলে কোনো অসুবিধা নেই, যদি না গিলে ফেলেন। [আমাদের মাযহাবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজন ও কম প্রয়োজনের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে।]

শায়খ ইবনে জিবরিন বলেন, প্রয়োজনে খাবারের মিষ্টতা, লবণাক্ততা বা তার বিপরীত স্বাদ চেখে দেখার জন্য জিহ্বার অগ্রভাগে খাবার রাখলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে তার সামান্য পরিমাণও গিলতে পারবে না। ফেলে দিতে হবে। গিলে ফেললে সওম ভেঙ্গে যাবে। [ফাতাওয়াস সিয়াম]

* খেলাধুলা, গান-বাজনা ও গল্পগুজব ইত্যাদিতে মজে রামাদানের মূল্যবান সময় নষ্ট করা নিঃসন্দেহে ঈমানকে দুর্বল করে দেয় এবং সওম পালনকারীর প্রভূত সাওয়াব বিনষ্ট করে ফেলে। এ মহান মাসের এ সাওয়াবকে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। একজন মুসলমান কীভাবে ভালোর পরিবর্তে মন্দকে গ্রহণ করতে পারে? ইবাদত, তিলাওয়াত, যিকির, দোয়া, উপকারী বইপুস্তক অধ্যয়ন, মসজিদে অবস্থান, ইলমের মজলিসসমূহে উপস্থিতি ইত্যাদির মাধ্যমে রামাদানের সময়গুলোর বরকত হাসিল করার আগ্রহ অন্তরে থাকা সকলের জন্যই জরুরি। যাতে এ মহান মাসের সাওয়াব ও প্রতিদান যথাসম্ভব অধিকহারে লাভ করা যায়।

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী যোহর ও আসরের পর কুরআন তিলাওয়াত ও যিকিরের পরিবর্তে মসজিদে একত্রে বসে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তায় লিপ্ত থাকেন। এভাবে তারা অন্যদের যিকির-আযকার ও তিলাওয়াতেও বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকেন। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এটা পরিহার করা অপরিহার্য।

মনে রাখবেন, মসজিদের আদব হল- তাতে প্রবেশকারী স্থিরতা ও গাম্ভীর্য দ্বারা সজ্জিত থাকবে।

* কোনো কোনো সিয়াম পালনকারী কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও সফর অবস্থায় নিজের উপর একটানা সওম রাখার কষ্ট চাপিয়ে দেন। অথচ সফর অবস্থায় মুসাফিরের জন্য সওম রাখা ও না-রাখা উভয়টিরই অনুমতি আছে।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

সফর অবস্থায় মুসাফিরের সওমের তিন অবস্থা। যথা-

১. সওম মুসাফিরের জন্য কষ্টকর নয়। এরূপ মুসাফিরের জন্য সওম না-রাখার চেয়ে রাখাই উত্তম। কারণ, এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-র আদেশটি ব্যাপক অর্থবোধক–

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

আর যদি রোযা রাখ, তবে তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। [সূরা বাকারা : ১৮৪]

২. সওম মুসাফিরের জন্য কষ্টকর। এরূপ মুসাফিরের জন্য সওম রাখার চেয়ে না-রাখা উত্তম। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না। [সূরা বাকারা : ২৮৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর দেওয়া রুখসত বা ছাড় গ্রহণ করাকে তেমন পছন্দ করেন, যেমন পছন্দ করেন তাঁর দেওয়া আযীমত বা ছাড়বিহীন আমল গ্রহণ করাকে। [সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৩৫৬৭]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

সফরে সওম রাখা সাওয়াবের কাজ নয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৪৬]

৩. সওম মুসাফিরের জন্য কষ্টকর কি না- তা স্পষ্ট নয়। এরূপ মুসাফিরের জন্য সওম রাখা না-রাখা উভয়টিরই অনুমতি আছে।

হামযা আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশি বেশি সওম রাখতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি সফরের সময় সওম রাখব? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেছিলেন–

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

ইচ্ছা হলে রাখতে পার, ইচ্ছা না হলে না-ও রাখতে পার। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৪৩]

আনাস ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সঙ্গে সফর করতাম। তখন কোনো সওম পালনকারী কোনো সওম ভঙ্গকারীর উপর দোষারোপ করেনি, আবার কোনো সওম ভঙ্গকারীও কোনো সওম পালনকারীর উপর দোষারোপ করেনি। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৪৭]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী তার মেয়ে সওম রাখতে চাইলে ছোট হওয়ার কারণে তাকে সওম রাখতে দেন না। অথচ অনেক সময় এমনও হয়- ওই মেয়ের ঋতুবতী হওয়ার বয়স হয়ে গেছে বিধায় সে সওমের মুকাল্লাফ বা আদেশপ্রাপ্ত, তাই সে সওম রাখতে চাইছে; কিন্তু অভিভাবক তার ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই তাকে সওম রাখতে নিষেধ করে দিচ্ছেন।

শায়খ ইবনে জিবরিন বলেন, অধিকাংশ মেয়েই দশম বা একাদশ বছরে ঋতুবতী হয়ে যায়। অথচ তার পরিবার তার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তাকে ছোট মনে করতে থাকে। ফলে তাকে সওম রাখার আদেশ দেয় না। এটা ঠিক নয়। কারণ, কোনো মেয়ে যখন ঋতুবতী হয়ে যায়, তখন সে বয়স্ক মহিলার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ফলে আল্লাহর আদেশ পালন করা তার উপর জরুরি হয়ে যায়। [ফাতাওয়াস সিয়াম]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী ফজরের আযান চলাকালীন ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে থাকেন। শায়খ ইবনে উসাইমিন বলেন, ফজরের আযান হয়তো ফজরের সময় হওয়ার পর হবে অথবা তার আগে হবে। যদি আযান ফজরের সময় হওয়ার পর হয়, তা হলে আযান শোনার সাথে সাথেই পানাহার বন্ধ করে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

নিশ্চয় বেলাল রাতে আযান দেয়। তাই তার আযানের পর তোমরা পানাহার করতে থেকো। কিন্তু ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শোনার পর পানাহার ছেড়ে দিয়ো। কারণ, সে ফজরের সময় হওয়ার পরই আযান দেয়। [সহীহ বুখারী : হাদীস নং ২৬৫৬]

অতএব, আপনার জানা মতে যদি মুয়াযযিন ফজরের সময় হওয়ার পরই আযান দেয়, তা হলে তার আযান শোনার সাথে সাথেই পানাহার পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। [সূরা বাকারা : ১৮৭]

* কেউ কেউ শরয়ী কোনো ওজর ছাড়াই রামাদানের সওম ভঙ্গ করে থাকেন। এটা স্পষ্ট হারাম।

فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قُلْتُ : مَنْ هَاؤُلَاءِ ؟ قَالَ : هَاؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে জাহান্নামের আগুনে তাদের পায়ের পেশি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে [জিবরীল ও মিকাঈল আ.কে] জিজ্ঞাসা করেছেন, এরা কারা? উত্তরে বলা হল, এরা সেইসব লোক, যারা ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বেই ইফতার করে ফেলত। [সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৭৪৪৮]

সওম রেখে শরীয়তসম্মত কোনো ওজর ছাড়া সময় হওয়ার পূর্বে সওম ভঙ্গা করলেই যদি এ অবস্থা হয়, তা হলে যারা বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের শুরু থেকেই সওম রাখে না, তাদের শাস্তির পরিমাণ কী হবে?

* কোনো কোনো মুয়াযযিনের ভাবনা হল- ফজরের আযান আগে ও মাগরিবের আযান পরে দেওয়ার মধ্যেই সতর্কতা। না; এটাও ভুল। কারণ, কোনো ধরনের আগ-পিছ করা ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে আযান দেওয়াই হল উত্তম ও সঠিক নিয়ম।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

* কেউ কেউ রামাদানের দিনে সওম পালনকারী কাউকে ভুলবশত খেতে বা পান করতে দেখলে পানাহার শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে কিছু বলেন না, বরং তাকে পানাহার শেষ করার সুযোগ দেন। এটা ভুল। বরং তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ওয়াজিব।

শায়খ বিন বায বলেন, কোনো মুসলমানকে রামাদান মাসে দিনের বেলা পানাহার করতে অথবা সওম ভঙ্গকারী অন্য কিছু করতে দেখলে তাকে নিষেধ করা ওয়াজিব। কারণ, রামাদানের দিনে তা প্রকাশ করা পাপ; যদিও ওই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মা'যূর হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষ যেন রামাদানের দিনে বিস্মৃতির দাবি করে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ, সওম ভঙ্গকারী কাজগুলো প্রকাশ্যে করার দুঃসাহস দেখাতে না পারে। [মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ- ১১৮৬]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী ইফতার পরিবেশনকারীদের জন্য দোয়া করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে না। সুন্নাত হল- সওম পালনকারী যখন তাদের সামনে ইফতার করবে, তখন সে তাদের জন্য রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত দোয়া করবে। নবীজী এ দোয়া করতেন–

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ تَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

তোমাদের ঘরে সওম পালনকারীরা ইফতার করুক, নেককাররা তোমাদের খাদ্য আহার করুক এবং ফেরেশতারা তোমাদের কাছে অবতরণ করুক। [সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং ৩৮৫৪]

অথবা তিনি এই দোয়া পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَ اسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল, তুমি তাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করাল, তুমি তাকে পান করাও। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৪৮৩]

অথবা তিনি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَ اغْفِرْ لَهُمْ وَ ارْحَمْهُمْ.

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রিযিক দান করেছ, তাতে বরকত দান কর; তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের উপর দয়া কর। [সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং ৩৭২৯]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী ইফতারের পূর্বে দোয়া করেন। এটি ভালো। কিন্তু যে ভুলটা তারা করেন, তা হচ্ছে- মুয়াযযিনকে মাগরিবের আযান দিতে শুনেও সে দোয়া চালিয়ে যান। আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত বা শেষ হওয়ার কাছাকাছি পর্যন্ত সে দোয়া করতেই থাকেন। অথচ সুন্নাত হচ্ছে- আযান শোনার পরপরই ইফতার শুরু করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ.

মানুষ যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততদিন তারা মঙ্গলের সাথে থাকবে। [সহীহ বুখারী : হাদীস নং ১৯৫৭]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلُوْا النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ.

মানুষ যতদিন ইফতার তাড়াতাড়ি করবে, ততদিন ইসলামের প্রাধান্য থাকবে। কারণ, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা দেরিতে ইফতার করে। [সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং ২৩৫৩]

বাকি থাকল দোয়ার ফযীলত অর্জনের বিষয়টি। সেটা সম্ভব ইফতারের পূর্বে, ইফতারের সঙ্গে ও পরে।

* কোনো কোনো সওম পালনকারী মনে করেন, সওম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে সওম ভেঙ্গে যায়। না; স্বপ্নদোষের কারণে সওম ভাঙ্গে না। ইমাম ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, স্বপ্নদোষ সওমকে নষ্ট করে না। কারণ, তা সওম পালনকারীর ইচ্ছাধীন নয়। তবে আর্দ্রতা দেখা গেলে গোসল করা জরুরি। [মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুন মুতানাওয়িআ]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী অত্যধিক অসুস্থ হয়ে পড়া সত্ত্বেও সওম পালন থেকে বিরত হন না। এটা ঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ ﷻ

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের উপর কঠোরতা ও সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। সওম যদি রোগীর জন্য অত্যধিক কঠিন হয়ে যায় কিংবা সওম রাখলে তার রোগ বৃদ্ধি পায় অথবা রোগ থেকে আরোগ্যলাভ বিলম্বিত হয়, তা হলে রোগীর জন্য সওম না রাখার অনুমতি আছে। পরবর্তীতে তা কাযা করে নিবেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

> فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
>
> কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না। [সূরা বাকারা : ১৮৫]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী ইফতারের সময় পানাহারে অপচয় করেন। ফলে বদহজম ও পেটের পীড়াসহ বিভিন্ন সমস্যার সূত্রপাত হয়, তারাবীর সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ
>
> আদম সন্তান উদরের চেয়ে মন্দ কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। কোমর সোজা করার মতো কয়েক লোকমা খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। [সুনানে ইবনে মাজা : ৩৩৪৯]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী বাহারী ইফতারে মজে থাকার কারণে মাগরিবের সালাত মসজিদে আদায় করতে পারেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সুন্নাত হল- তিনি সালাতের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না থাকলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা-ও না থাকলে কয়েক ঢোঁক পানি পান করে নিতেন। সওম পালনকারীর জন্য এটা খুব সম্ভব যে, সালাতের পূর্বে সামান্য কিছু দিয়ে ইফতার করবেন অতঃপর সালাতের পর

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

আহার পূর্ণ করবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমামের সঙ্গে তাকবীরে উলায় শরীক হওয়ার ফযীলত অনেক বেশি।

* অসুস্থতা বা সফরের কারণে সওম না রাখা অবস্থায় কেউ কেউ পথে-ঘাটে, হোটেলে বা যানবাহনে, মানুষের সামনে পানাহার করে থাকেন। এটা ঠিক নয়। কারণ, এভাবে তিনি মহান মাসের পবিত্রতা নষ্ট করেন, নিজের মর্যাদাকে মানুষের দৃষ্টিতে খাটো করেন, নিজের সম্পর্কে মানুষের মনে মন্দ ধারণা সৃষ্টি করেন। এমনও হতে পারে, তাকে সওম না রাখতে দেখে অন্য মানুষও সওম বর্জনের দুঃসাহস দেখাবে। অতএব, কেউ যদি কোনো ওজরের কারণে সওম রাখা থেকে বিরত থাকেন, তা হলে তিনি যেন ঘরে বা মানুষের আড়ালে কোথাও বসে পানাহার করেন।

* কোনো কোনো সওম পালনকারী ছোটদের সওমের অনুশীলন করানোর ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। তারা ভাবেন, ছোটরা তো সওম রাখার জন্য আদিষ্ট নয়। অথচ মুস্তাহাব হল- বালেগ হওয়ার পূর্বেই সওম রাখার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদের অনুশীলন করানো; বিশেষত যদি তারা এর সামর্থ্য রাখে।

রুবাইয়্যি বিনতে মুআওবিজ ﷺ বলেন, আমরা আমাদের শিশুদের সওম রাখাতাম এবং তাদের জন্য পশমের খেলনা বানাতাম। যখন তারা খাবারের জন্য কাঁদত, তখন তাদের হাতে ওই খেলনা তুলে দিতাম। এভাবেই ইফতার পর্যন্ত চলত। [সহীহ বুখারী]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী রামাদানের শেষ দশকে তারাবী ও তাহাজ্জুদের সালাতে অলসতা করেন। তবে যখন ২৭ তারিখ বা অন্য এমন কোনো রাত আসে, যাকে তিনি শবে কদর মনে করেন, তখন সালাত-কালাম ও ইবাদত-রিয়াযতে মশগুল হয়ে পড়েন। অথচ শবে কদর রামাদানের শেষ দশকের যেকোনো দিন হতে পারে। তাই উচিত হল- শেষ দশকের পুরোটিতেই ইবাদত-রিয়াযতে লিপ্ত থাকা। রামাদানের শেষ দশক এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র মেহনত-মুজাহাদা বহুগুণ বেড়ে যেত। তিনি কোমর বেঁধে ইবাদত-বন্দেগীতে লেগে যেতেন।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

নিজেও রাত্রি জাগরণ করতেন, পরিবারবর্গকেও জাগরণ করাতেন। সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসও ছিল এমনই।

* কোনো কোনো মুয়াযযিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আযান না দিয়ে, আযান দেন আঁধার ছেয়ে যাওয়ার পর। তারা মনে করেন, ইবাদতের জন্য এতেই সতর্কতা বেশি। কিন্তু না; এ পদ্ধতি সুন্নাত পরিপন্থী। সুন্নাত হল- সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আযান দেওয়া। অন্যকোনো পন্থা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, সূর্যগোলকের পূর্ণ অংশ অস্ত গেলে সওম পালনকারী ইফতার করবে। আকাশে অবশিষ্ট গাঢ় লালিমা ধর্তব্য নয়। [মাজমুউল ফাতাওয়া- ২৫/২১৫]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী মনে করেন, বমি করলে সওম ভেঙ্গে যায়। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হচ্ছে- ইচ্ছাকৃতভাবে বমি না করলে সওম ভঙ্গ হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

> অনিচ্ছায় যার বমি হয়ে যাবে, তাকে সওমের কাযা করতে হবে না। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করবে, তার সওমের কাযা করতে হবে। [সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ১৬৭৬]

* কোনো কোনো মহিলা ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই নেফাস থেকে পবিত্রতা লাভ করে ফেলেন। কিন্তু তার ধারণা- ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি নেফাসের হুকুমেই থাকবেন। তাই পবিত্র হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি সালাত-সওম থেকে বিরত থাকেন। এটা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল ৪০ দিন। এর সর্বনিম্ন কোনো সময়সীমা নেই। অনেক নারী তো সন্তান প্রসবের কয়েক দিন পরই পবিত্রতা লাভ করে ফেলেন। মনে রাখবেন, নেফাস থেকে যেদিনই পবিত্র হবেন, সেদিন থেকেই নিয়মিত সালাত-সওম আদায় করবেন।

* কোনো কোনো ইমাম দোয়ায়ে কুনূত এত দীর্ঘায়িত করেন, যেন তিনি একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন। এটা সুন্নাত নয়। কারণ, এতে করে

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

মুসল্লীগণ কষ্টে পতিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো সর্বমমী তবে সংক্ষিপ্ত দোয়া করতেন। যেমন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عَيْشَ السُّعَدَاءِ وَ مَوْتَ الشُّهَدَاءِ وَ الْحَشْرَ مَعَ الْأَتْقِيَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ.

অথবা

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَ جَمِيْعِ سَخَطِكَ.

* কোনো কোনো সওম পালনকারী মনে করেন, রামাদান মাসে দিনের বেলা সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ। এ ধারণা ঠিক নয়। এ ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ-র ব্যাপক অর্থবোধক সেসকল হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলোতে সবসময় সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব, বোঝা যাচ্ছে, সওম পালনকারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই।

* কোনো কোনো সওম পালনকারী মনে করেন, শরীরের কোথাও কেটে গিয়ে রক্ত নির্গত হলে সওম ভঙ্গ হয়ে যায়। না; রক্ত নির্গত হলে সওম ভঙ্গ হয় না, যদি না ইচ্ছাকৃতভাবে ও বেশি পরিমাণে নির্গত করা হয়। যদি অনিচ্ছায় রক্ত নির্গত হয় অথবা চিকিৎসার প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প পরিমাণ নির্গত করতে হয়, তা হলে এতে সওম ভঙ্গ হয় না। তদ্রূপ ব্যথা উপশমকারী ইঞ্জেকশনেও সওম ভঙ্গ হয় না। ইনসুলিন ও ইনসুলিনের মতো যেসকল ইঞ্জেকশন পানাহারের প্রয়োজন পূরণ করে না, সেগুলোর কারণেও সওম ভঙ্গ হয় না। তবে এগুলোও রাতে ব্যবহার করার মধ্যেই সর্বাধিক সতর্কতা নিহিত।

* কোনো কোনো মুসল্লী যেকোনো দোয়া বা দোয়ায়ে কুনূতের পর মুখমণ্ডলে হাত মুছে নেন। শায়খ ইবনে জিবরিন বলেন, মুখমণ্ডলে হাত মোছার কথা বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, কিন্তু সেগুলো যয়ীফ। তাই সব সময় হাত মোছা সুন্নাত নয়। তবে মাঝে মাঝে এমন করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

* ইফতারের সময় আযানের জওয়াব না দিয়ে পানাহারে রত থাকা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

যখন তোমরা আযান শুনতে পাও, তখন মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বলো। [আযানের জওয়াব দিয়ো] [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১০]

অবশ্য পানাহার চালু রেখেও আযানের জওয়াব দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহ ﷻ-ই ভালো জানেন।

* কোনো কোনো সওম পালনকারী সাহরীর ব্যাপারে আগ্রহ অনুভব করেন না বা ফজরের অনেক পূর্বেই সাহরী সেরে ফেলেন। অথচ সুন্নাত হল- ফজরের অল্প পূর্বে সাহরী খাওয়া; চাই তা কিছু শুকনো খেজুরই হোক বা অন্য কিছু হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

لَا تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ وَ أَخَّرُوْا السَّحُوْرَ.

আমার উম্মত যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে এবং দেরি করে সাহরী করবে, ততদিন তারা মঙ্গলের সাথে থাকবে। [মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ২১৫৪৬]

* কোনো কোনো মহিলা ফজরের আযানের কয়েক মুহূর্ত আগে হায়েয থেকে পবিত্র হলে ধারণা করেন, গোসল করার পূর্বে তার জন্য সওম জরুরি নয়। এ ধারণা ভুল। সঠিক মাসআলা হচ্ছে, হায়েয বন্ধ হলেই তার উপর সওমের হুকুম প্রযোজ্য হয়ে যাবে, যদিও তিনি ফজরের আযানের পর গোসল করেন। শায়খ ইবনে জিবরিন বলেন, যদি তার রক্ত ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা অল্প সময় পূর্বে বন্ধ হয়, তা হলে তার সওম সহীহ হবে এবং তার ফরয সওম আদায় হয়ে যাবে; যদিও সে ফজরের সময় হওয়ার পর গোসল করে।

একইভাবে যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের সময় জানাবাতের অবস্থায় [গোসল ফরয অবস্থায়] থাকে এবং আযানের পর গোসল করে, তা

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

হলে তার সওমও শুদ্ধ হয়ে যাবে। হায়েয বা জানাবতের গোসল সওম শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

* কোনো কোনো মুসল্লী তাদের অল্প বয়স্ক বাচ্চাদের তারাবীর সালাতে নিয়ে যান। বাচ্চারা খেলাধুলা করে ও বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি করে। ফলে ইমাম তিলাওয়াত করতে পারেন না, মুসল্লীরা সালাতে মনোযোগ দিতে পারেন না।

বাচ্চাদের মসজিদে আনা হারাম নয়। সাহাবায়ে কেরাম এমন করতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও একবার এক শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে সালাত সংক্ষিপ্ত করেছিলেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক শিশু এক স্থানে অনেক হলে বিষয়টা অনেক সময়ই সীমার বাইরে চলে যায়। ফলে মসজিদে প্রবেশকারী হঠাৎ মনে করতে পারেন, এটা বোধ হয় কোনো শিশু শিক্ষালয়! আর নারীদের জন্য তো সব সময়ই ঘরে সালাত পড়া উত্তম। তা হলে যে নারীর সঙ্গে এমন শিশু আছে, যার দেখাশুনা ও পরিচর্যা করতে হয়, তার ব্যাপারে কী হুকুম হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

* কোনো কোনো সওম পালনকারী তারাবীর সালাতে কুরআনে কারীম সঙ্গে রাখেন এবং ইমামের সঙ্গে সঙ্গে তিলাওয়াত করেন। না; এটা ঠিক নয়। এ আমল শরীয়তসম্মত নয় এবং আমাদের পূর্বসূরিদের থেকেও বর্ণিত নেই। তা ছাড়া মুক্তাদীকে তো সম্পূর্ণরূপে চুপ থেকে মনোযোগের সাথে ইমামের তিলাওয়াত শুনতে আদেশ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

> আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়। [সূরা আ'রাফ : ২০৪]

* কোনো কোনো সওম পালনকারীকে দেখা যায়, ইফতারের সময় একটি খেজুর বা এক গ্লাস পানি মুখে দিয়েই সিগারেট মুখে পুরে দেন। এ তো হারাম দ্রব্য দিয়ে ইফতার করা! কখনও কখনও দেখা যায়, ইফতারকারী টিভি চ্যানেলে অবৈধ কোনো অনুষ্ঠান দেখছেন আর

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

ইফতার করছেন। এ সবই না-জায়েয; এ সবই রামাদানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে।

* কেউ কেউ মাহে রামাদানের কিছু দিন মক্কায় কাটাতে চান। এটা ভালো মানসিকতা। তবে অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কেউ উমরার উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েদের দূরে ফেলে রেখে মক্কায় চলে গেলেন। অতঃপর তার আর কোনো খবরই থাকে না, তার সন্তানরা কি মসজিদে আছে না বাজারে, না অন্যকোনো স্থানে। এটা ঠিক নয়। পিতামাতার উচিত, সন্তানদের ঈমান-আমল ও আখলাকের সার্বক্ষণিক দেখাশুনা ও তদারকি করা।

* কোনো কোনো নারী সওম অবস্থায় হাতে বা চুলে মেহেদি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। অথচ স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় সওম অবস্থায়ও মেহেদি ব্যবহার করায় কোনো অসুবিধা নেই।

শায়খ ইবনে উসাইমিন বলেন, সওম অবস্থায় যেমনিভাবে সুরমা ব্যবহার করলে কিংবা কানে বা চোখে তরল ওষুধ ব্যবহার করলে সওম ভঙ্গ হয় না বা সওমের কোনো ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ সওম অবস্থায় মেহেদি ব্যবহার করলেও সওম ভঙ্গ হয় না বা সওমের কোনো ক্ষতি হয় না। [ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব]

* কোনো কোনো সওম পালনকারী তারাবীর সাওয়াব অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও তারাবীর সালাত আদায় করেন না বা করলেও কিছু অংশ আদায় করে চলে যান। এটা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

> যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রামাদানের সালাত [তারাবীহ] পড়বে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [সহীহ বুখারী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর খলীফাগণ ও সকল সাহাবায়ে কেরামই তারাবীর সালাত পড়েছেন। এ সালাত বান্দার জন্য তার রবের নৈকট্য লাভের উপায় এবং তাঁর ক্ষমা ও ভালোবাসা লাভের মাধ্যম। এ সালাত বর্জন করা বঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

* কোনো কোনো মুসল্লী তারাবী বা তাহাজ্জুদের জন্য বর্ণিত দোয়া ও যিকিরসমূহ জানেন না। ইমাম রুকু ও সিজদায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করলেও তারা কেবল 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' বা 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'ই পড়তে থাকেন; তার সাথে নিম্নবর্ণিত কোনো দোয়া বা যিকির যুক্ত করেন না। যেমন–

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

سُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوْتِ وَ الْجَبَرُوْتِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ.

এরূপ আরও দোয়া আছে। বিতরের সালামের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি তিনবার পড়া সুন্নত–

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ.

* কোনো কোনো সওম পালনকারী রামাদানের প্রথম দিকে ইবাদত-বন্দেগীতে প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করেন। ফলে তখন তারাবীর সালাতে অংশ গ্রহণকারী ও কুরআন তিলাওয়াতকারী পাওয়া যায় অনেক। তারপর ধীরে ধীরে উদ্দীপনা হ্রাস পেতে থাকে। অথচ আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

> আর তোমার নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদত করতে থাক। [সূরা হিজর : ৯৯]

রামাদান মাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

অল্প কয়েকটি দিন মাত্র। [সূরা বাকারা : ১৮৪]

তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-র অভ্যাস ছিল, দিন যতই যেতে থাকত, তাঁর আগ্রহ-উদ্দীপনা ততই বাড়তে থাকত।

* ই'তিকাফ একটি সুন্নাত আমল। এ সুন্নাত আমলটি করার সাধ্য সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সওম পালনকারীদের মাঝে এ ব্যাপারে আগ্রহের অভাব রয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরতের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি বছরই ই'তিকাফ করেছেন। কোনো বছর বাদ

www.QuranerAlo.net

দেননি। তাঁর স্ত্রীরাও ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর সাহাবীরাও করেছেন। তাঁদের পরবর্তীরাও করেছেন। কী চমৎকার! মসজিদের সঙ্গে যার অন্তর লেগে থাকে, তার আশ্রয় হবে আরশের ছায়ায়! তা হলে ওই ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে, সালাত, তিলাওয়াত ও যিকিরের মাধ্যমে যে নিজেও মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে?

* রামাদান উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন খেলায় মজে থাকার কারণে একদল যুবক তারাবীর সালাতে অনুপস্থিত থাকে। শরীর চর্চার উদ্দেশ্যে অল্প-স্বল্প খেলাধুলায় বাধা নেই। অন্তত স্যাটেলাইট চ্যানেলের সামনে বুঁদ হয়ে বসে থাকার চেয়ে এটাই ভালো। তবে অবশ্যই তা তারাবী বা অন্যকোনো সালাতের সময় হওয়া উচিত নয়।

* কেউ কেউ যাকাতের হকদার নয় এমন ব্যক্তিকে যাকাত দিয়ে থাকেন। অনেকে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে নির্ধারণ করে প্রতি বছর তাদেরকেই যাকাত দিয়ে থাকেন। এর ফলে দেখা যায়, এক সময় তাদের অভাব দূর হয়ে যায়, তারা আর যাকাতের হকদার থাকেন না, তারপরও তারা তাদেরকে যাকাত দিয়েই যান। এমনটা করা ভুল। কারণ, যাকাতের হকদার নয় এমন ব্যক্তিকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। সেই যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে।

কেউ কেউ সালাত তরককারীকে যাকাত দেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, 'সালাত তরককারী যাকাতের হকদার হওয়া সত্ত্বেও তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।' অবশ্য তাওবা করে নিলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

* কোনো কোনো সওম পালনকারী নারী রান্নার কাজে বা ইফতার তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন এবং এ অবস্থায়ই মাগরিবের আযান শুরু হয়ে যায়, এমনকি কখনও কখনও আযান শেষও হয়ে যায়। কখনও বা আযানের পরও কিছু সময় চলে যায়। তখনও তার ইফতার করা হয়ে ওঠে না। এটা ঠিক নয়। কারণ, সুন্নাত হল- সময় হওয়ার পর দেরি না করে ইফতার করে ফেলা, চাই তা একটি শুকনো খেজুরের মাধ্যমেই

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

হোক না কেন। তারপর তিনি তার কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

মানুষ যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততদিন তারা মঙ্গালের সাথে থাকবে। [সহীহ বুখারী : হাদীস নং ১৯৫৭]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلُوا النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ.

মানুষ যতদিন ইফতার তাড়াতাড়ি করবে, ততদিন ইসলামের প্রাধান্য থাকবে। কারণ, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা দেরিতে ইফতার করে। [সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নং ২৩৫৩]

* কোনো কোনো মুসল্লী দেরিতে সালাতে হাজির হন। ফলে সালাতের প্রথম অংশ তার ছুটে যায়। বাকি অংশ আদায় করার নিয়মকানুন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তিনি ইমামের সঙ্গো সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। অথচ তার এক বা একাধিক রাকাত ছুটে গেছে। এমনটা করা ভুল। সালাতের নিয়মকানুন জানার কোনো বিকল্প নেই। আপনার যদি এক বা একাধিক রাকাত ছুটে যায়, তা হলে ইমামের সঙ্গো সালাম ফেরাবেন না। বরং দাঁড়িয়ে আপনার ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো নিয়মতান্ত্রিক আদায় করবেন। তারপর বসে তাশাহহুদ পড়বেন। তারপর সালাম ফেরাবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

তোমরা [সালাতের] যা পাবে তা পড়বে, আর যা তোমাদের ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিবে। [মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ১৬৪৪]

আর রাকাত পাওয়ার উপায় হল রুকু পাওয়া। ইমাম রুকুতে থাকা অবস্থায় মুক্তাদী যদি রুকু করতে পারে, তা হলে সে ওই রাকাত পেয়ে গেছে। আর যদি তার রুকু ছুটে যায়, তা হলে সে ওই রাকাত পায়নি। ইমামের সালামের পর তা আদায় করে নিতে হবে।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

* কোনো কোনো সওম পালনকারী সন্তানদের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। তারা নিজেরা সালাতে হাজির হন, কিন্তু তাদের সন্তানরা থাকে রাস্তায়। মেয়েরা থাকে মার্কেটে বা টিভির সামনে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। পিতামাতার অন্তরে জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকা আবশ্যক। সন্তানদের সালাতে হাজির করা এবং তাদেরকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখা, যা তাদের কাজে আসবে- পিতামাতার আবশ্যকীয় কর্তব্য।

* কেউ কেউ মিষ্টি সুরে তিলাওয়াতকারী নির্দিষ্ট ইমামের পিছনে সালাত আদায় করতে আগ্রহী, কিন্তু তারা সালাতে হাজির হন দেরিতে। ফলে তাদের সালাতের কিছু অংশ ছুটে যায়। কখনও বা পুরো সালাতই ছুটে যায়। এমন করা কোনোভাবেই ঠিক নয়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, কোনো কোনো মসজিদে মুসল্লীদের দলে দলে দেরি করে হাজির হতে দেখা যায়। এক দল ইশার সালাত শেষ করে আর আরেক দল এসে উপস্থিত হয়। আশ্চর্যের বিষয়! তারা পথে এমন এমন মসজিদ অতিক্রম করে আসে, যেগুলোতে ইশার জামাত চলতে থাকে। কিন্তু তারা তাতে শরীক না হয়ে তাদের পছন্দনীয় ইমামের নির্দিষ্ট মসজিদের দিকেই ছুটে চলে। এভাবে তাদের ইশার সালাত ছুটে যায়। এটা আসলে শয়তানের চক্রান্ত। শয়তান এর মাধ্যমে বান্দাদের বিভ্রান্ত করে। এর মাধ্যমে সে মুসল্লীদের ফরয-ওয়াজিবের প্রতি যত্নবান হওয়ার পরিবর্তে ফরয-ওয়াজিব নয় এমন কাজে লাগিয়ে রাখে।

* কেউ কেউ রামাদানের শেষ দশকে পোশাক-পরিচ্ছদ ও মিষ্টান্ন কেনার ধুমে এমন মূল্যবান সময় নষ্ট করে থাকেন, যাতে শবে কদর থাকে। তারাবী, তাহাজ্জুদ, বেশি বেশি তিলাওয়াত কোনোটিতেই তাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাদানের শেষ দশক শুরু হলে মেহনত-মুজাহাদা বাড়িয়ে দিতেন; প্রভুর সান্নিধ্য অর্জনের জন্য কোমর বেঁধে কঠিন শ্রমে নিমগ্ন হতেন। নিজেও রাত জাগতেন, পরিবারবর্গকেও জাগাতেন। সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসও ছিল এমনই।

www.QuranerAlo.net

pressed with PDF Compressor by DLM Inf

* কোনো কোনো সওম পালনকারী সদকায়ে ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। হয়তো তারা কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে তা দিয়ে দেন অথবা তা দেওয়ার দায়িত্ব দেন এমন কাউকে, যে এ ব্যাপারে আন্তরিক নয়। যেমন, অনেকেই নিজের ছেলেকে এ দায়িত্ব অর্পণ করে অবসর হয়ে যান। অতঃপর ছেলে এ দায়িত্ব কতটুকু পালন করল বা করল না- তার কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না। এটা ঠিক নয়। আমাদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সা গম বা যব পরিমাণ সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন।'

এক সা হচ্ছে- দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম।

* নিজের সামনে পরিবেশিত কোনো খাবারের দোষ ধরবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও কোনো খাবারের দোষ বর্ণনা করতেন না। ভালো লাগলে খেতেন, ভালো না লাগলে খেতেন না। [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

কারণ, খাবারের দোষ বর্ণনার মাধ্যমে আত্মম্ভরিতা, বিবেকশূন্যতা ও আরামপ্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তা ছাড়া খাবারের নিন্দার মাধ্যমে ওই নেয়ামতকে হেয় করা হয়, যা আল্লাহ ﷻ-র প্রশংসা ও শোকরের মাধ্যমে গ্রহণ করা ও হেফাজত করা কর্তব্য।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন। সঠিক মাসআলা অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। তিনি দয়াময়। আহ্বানকারীর আহ্বান শ্রবণ করেন।

সমাপ্ত

www.QuranerAlo.net